জরুরী মাসায়েল

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ সাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল

হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব

হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছ্‌ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,

ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মুদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

জরুরী মাসায়েল

তৃতীয় ভাগ

আল্লাহতায়ালার স্বরূপ ও মোতাশাবেহ আয়ত ও হাদিছগুলির বিবরণ

আল্লাহ্তায়ালা কোন জড় ও জীব নহেন, বর্ণ-গন্ধ-বিশিষ্ট নহেন, রূপ ও আকৃতি-বিশিষ্ট নহেন, সীমাবদ্ধ নহেন, কোন বস্তুর সহিত মিলিত নহেন, কোন বস্তুর আধার নহেন, কোন বস্তুর গুণ-বিশেষ নহেন, কোন বস্তুর তুল্য নহেন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা নির্দ্দিষ্ট দিকে স্থিতিশীল নহেন। কার্‌রামিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশে স্থিতিশীল না হইলেও উপরের দিকে আছেন এবং মোজাচ্ছেমা হাশ্‌বিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, খোদা আরশের উপর স্থিতিশীল আছেন। এই উভয়দল কোর-আন শরীফের— "আর-রাহ্‌মানো আলাল্‌ আরশেস্তাওয়া" এই আয়ত এবং সহিহ বোখারি ও মোস্‌লেমের একটী হাদিছ উহার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকে, কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, আমরা উক্ত

আয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করি যে, উক্ত আয়তের "এস্তেওয়া" শব্দের স্পষ্ট মর্ম— "স্থিতিশীলতা" অনুযায়ী যেরূপ একটী পদার্থ অন্য পদার্থের উপর উপবিষ্ট, অন্য পদার্থের সহিত মিলিত বা অন্য পদার্থের সমসূত্রে থাকা বুঝায়, খোদাতায়ালা সেইরূপ ভাব হইতে পবিত্র, কেননা খোদাতায়ালার পক্ষে উক্ত ভাবগুলির যে একান্ত অসম্ভব, ইহার বহু অকাট্য প্রমাণ আছে। বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, উক্ত আয়তের "এস্তেওয়া" শব্দের ঐরূপ মর্মই খোদাতায়ালার উপর প্রযোজ্য হইবে— যাঁহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত এবং তিনিই উহার প্রকৃত মর্ম সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ। যেরূপ প্রাচীন বিদ্বানগণ অস্পষ্ট মর্মাবাচক (মোতাশাবেহ) আয়ত সম্বন্ধে মহিমান্বিত খোদাতায়ালার প্রতি যে ভাবগুলি প্রযোজ্য নহে, তৎসমস্ত হইতে তাঁহাকে পবিত্র ধারণা করিয়া উহার মর্মজ্ঞান সেই পবিত্রতার উপরেই ন্যস্ত করিতেন, আমাদের পক্ষেও "এস্তেওয়া" শব্দের মর্ম বিষয়ে সেইরূপ ধারণা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত "এস্তেওয়া" শব্দবিশিষ্ট আয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তৎসঙ্গে পরম পবিত্র খোদাতায়ালাকে উক্ত শব্দে জড় ও জীব বিষয়ক গুণাবলী হইতে পবিত্র ধারণা করা একান্ত আবশ্যক। পরবর্ত্তী কোন কোন বিদ্বান এবং এমাম গাজ্জালী উক্ত আয়তের "এস্তেওয়া" শব্দের অর্থ পরাক্রান্ত হওয়া গ্রহণপূর্ব্বক আয়তটীর এইরূপ মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, যথা— "সর্ব্বপ্রদাতা (খোদাতায়ালা) আরশের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছেন।" ইহা উক্ত আয়তের প্রকৃত মর্ম হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহাতেও নিশ্চয়তা নাই অতএব উল্লিখিত কথা গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে সাধারণ লোকেরা "এস্তেওয়া" শব্দ হইতে মিলিত ও সমসূত্রে জড়িত হওয়া ইত্যাদি ও জড় জীবের গুণ ব্যতীত অন্য মর্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তবে যাহাতে তাহাদের মতিভ্রম না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে-উক্ত শব্দের অর্থ "পরাক্রান্ত হওয়া" গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই, যেহেতু আরবী ভাষায়

"এস্তেওয়া" শব্দ যে "পরাক্রান্ত" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আরব্য অভিধানে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, যেমন একজন কবি বলিয়াছেন,—

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

কাদেস্তাওয়া বেশ্‌রোন এলাল এরাকী,

মেন্ গায়রি সায়ফের অ-দামেন্ মোহরাকী।

অর্থঃ- "নিশ্চয় বেশর বিনা তরবারি ও বিনা রক্তপাতে এরাক প্রদেশের উপর পরাক্রান্ত (এস্তেওয়া) হইয়াছিল।"

অন্য আর একজন কবি বলিয়াছেন—

فلما علونا و استوينا عليهم جعلنا هم مرعى لنسر و طائر

ফালাম্মা আলাওনা অস্তাওয়ায়না আলায়হিম

জায়ালনা হোম মারয়ান লেনাস্‌রেন অতায়েরি।

অর্থঃ 'অনন্তর যে সময় আমরা তাহাদের উপর প্রবল ও পরাক্রান্ত হইলাম, তাহাদিগকে শকুন ও পক্ষীর বিচরণস্থল করিয়াছিলাম।"

কোর-আন ও হাদিছে খোদাতায়ালার সম্বন্ধে اصبع "এছবা," "কদম" قدم ও 'ইয়াদ' প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমস্তের স্পষ্ট মর্মানুসারে হস্তপদ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের গুণাবলী বুঝা যায়, কিন্তু এস্থলে আমাদের কর্ত্তব্য—বিনা মর্ম-নির্দ্দেসে ঐ সকল শব্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, কারণ 'এছবা' 'ইয়াদ' 'কদম' প্রভৃতি খোদাতায়ালার গুণবিশেষ, উহার অর্থ অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ নহে, বরং উহার এরূপ অর্থ সমূহ গ্রহণীয় হইবে—যাহা খোদাতায়ালার উপর প্রযোজ্য হইতে পারে। সাধারণ লোক জড় ও জীবের গুণাবলীকে খোদাতায়ালার উপর আরোপ না করে, এই উদ্দেশ্য কখন কখন 'ইয়াদ' ও 'এছবা' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ ক্ষমতা পরাক্রম এবং يمين 'ইয়ামিন' শব্দের অর্থ সম্মান ও গৌরব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উক্ত শব্দগুলির এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এই অর্থসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বিশেষতঃ আমাদের মাতুরিদিয়া

সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী উক্ত শব্দগুলি মোতাশাবেহাত অর্থাৎ অস্পষ্ট মর্মাবাচক এবং মোতাশাবেহ্ শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বোধের আশা এই জগতে রহিত হইয়াছে— মোছামারাহ, ২৫—৩৬ পৃষ্ঠা।

এমামোল-হারামায়েন "এরশাদ" গ্রন্থে উপরোক্ত শব্দগুলির এক এক প্রকার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'নেজামিয়া' গ্রন্থে উক্ত শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দেশ হইতে মৌনাবলম্বন করার মতাবলম্বন করিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের মনোনীত মত ও স্বীকৃত ধর্ম প্রাচীন উম্মতের অনুসরণ করা, নিশ্চয় তাহারা উক্ত শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দেশ না করার মতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। শেখ এজ্জদ্দিন বেনে আবদুছ-ছালাম উক্ত শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দেশ করার পক্ষে সমর্থন করিয়াছেন, যেহেতু তিনি কোন ফৎওয়ায় বলিয়াছেন যে, যদি উক্ত শব্দগুলির অর্থ আরবদিগের ব্যবহার অনুযায়ী গৃহীত হয়, তবে অর্থ নির্দ্দেশ করার মতই সত্য।এমাম এবনে-দকিকোল-ইদ মধ্যম পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, যদি গৃহীত মর্ম সাধারণতঃ আরবদিগের কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়, তবে উহার অর্থ নির্দ্দেশ গ্রাহ্য হইবে, নচেৎ অর্থ নির্ণয় করিতে বিরত থাকিবে। গ্রন্থকার কামালদ্দিন বেনেল-হোমাম মধ্যম পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, যদি উপযুক্ত অর্থ নির্দ্দেশ না করিলে, সাধারণ লোকের মতিভ্রম ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, তবে উহা নির্দ্দেশ করা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ না।

আমাদের প্রাচীন বিদ্বানগণ মোতাশাবেহ আয়ত ও হাদিস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমরা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, উহার অর্থ-জ্ঞান খোদাতায়ালার উপর ন্যস্ত করি এবং খোদাতায়ালার অনুপম ও অনাদি গুণের বিপরীত ভাব হইতে তাঁহাকে পবিত্র ধারণা করি। বিশেষ ঃ কোর-আন ও হাদিছের তৎসম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করা ব্যতীত কোন ভাবে উহার অর্থ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করি না।এইরূপ এমাম এবনে

জওজী 'জাদোল-মছির' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বিদ্বানগণ উক্ত আয়ত পাঠ ব্যতীত অন্য কিছুই করিতেন না, ইহা তাঁহাদের একবাক্যে স্বীকৃত মত,— উক্ত গ্রন্থের পর টীকা—৩১ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন বিদ্বানগণ মোতাশাবেহ আয়ত সম্বন্ধে দুই প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রথম বিনা অর্থ-নির্দেশে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মত। দ্বিতীয় উহার অর্থ নির্দেশ করার মত। সাধারণ লোকের পক্ষে প্রথম মত অবলম্বন করা শ্রেয় এবং সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের পক্ষে বেদয়াতি দলের আপত্তি খণ্ডন উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মতাবলম্বন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু বেদয়াতিরা উহার এরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহা খোদাতায়ালার উপরে প্রযোজ্য নহে, সেই হেতু তাঁহারা বলিয়াছেন— বাক্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ, এরূপ সাধারণ লোকের পক্ষে বিনা অর্থ-বোধে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই নিরাপদ, এমন কি যদি তাহারা মোতাশাবেহ আয়ত ও হাদিছ সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিত এবং তৎসমুদয়ের অর্থ নির্ণয় করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত, তবে উক্ত বিদ্বানগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন। খোদাতায়ালারপক্ষে যাহা প্রযোজ্য নহে, বেদয়াতিরা এরূপ কুমত প্রচার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে বিদ্বানগণের পক্ষে তৎসমস্তের অর্থ নির্ণয় করা অতীব সঙ্গত মত। এক ব্যক্তি এমাম রাবিয়াকে "আর-রাহোমানো আলাল আরশেস্তাওয়া"- এই আয়তের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বেদয়াত এবং আমি তোমাকে মন্দ লোক ও বেদয়াতি ধারণা করি। কার্রামিয়া দল বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতিশীল না হইলেও উপরের দিকে আছেন। মোশাব্বেহা ও মোজাচ্ছেমা দল বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতিশীল আছেন এবং তাহারা উপরোক্ত আয়তটীকে নিজেদের মত সমর্থনের জন্য পেশ করিয়া থাকে। সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, আরবি 'এস্তেওয়া' শব্দের বহু অর্থ

আছে এবং আরশ শব্দের এক অর্থ আসন এবং অন্য অর্থ রাজত্ব। একজন কবি বলিয়াছেন— "এজমা বানু মারওয়ানা জালাত ওরুশোহোম" অর্থ "যে সময়ে মারওয়ান বংশধরগণের রাজত্বসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল। এস্থলে আরশ রাজত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বহু অর্থ বাচক শব্দ প্রমাণ স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে উপরোক্ত আয়তের "এস্তেওয়া" শব্দের অর্থ পরাক্রান্ত হওয়া খুব যুক্তি সঙ্গত, কাজেই উক্ত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাই যে প্রকৃত অর্থ, তাহাও নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত গ্রন্থের পর টীকা, ৩১—৩৪ পৃষ্ঠা।

এমাম এবনে জওজী 'তবলিছে ইবলিছ' গ্রন্থের ১২০—১২৪ পৃষ্ঠায়, শয়তান মোজাচ্ছেমা ভ্রান্তদলের উপর যে কুটচক্র বিস্তার করিয়াছে, তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন— 'নওবখ্তি বলিয়াছেন, অনেক আ'কায়েদ তত্ত্বদি উল্লেখ করিয়াছেন যে, মোকাতেল বেনে ছোলায়মান নইম বেনে হাম্মাদ ও দাউদ হাওয়ারি বলিতেন,— "খোদাতায়ালার রূপ (আকৃতি) ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে।" গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ইহারা কিরূপে খোদাতায়ালাকে অনাদি ও মনুষ্যদিগকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিবেন? যদি তাহাদের মত সত্য হয়, তবে মনুষ্যদিগের যেরূপ রোগ ও বিনাশ আছে, সেইরূপ খোদাতায়ালার পক্ষেই বা কেন উহা সাব্যস্ত হইবে না।

একদল কল্পনার অনুসরণকারী বলিয়া থাকে যে, স্বয়ং খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতি করিতেছেন এবং স্পর্শ করিয়া আছেন, যে সময় তিনি আরশ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন এক স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে গমন করেন এবং তাঁহাকে সীমাবদ্ধ ধারণা করে। তাহারা 'ইয়ান জোলোল্লাহো রাব্বোনা এলাচ্ছামায়েদ্-দুনইয়া" এই হাদিশটির এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে যে, "আমাদের প্রভু খোদাতায়ালা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন।" আরও তাহারা বলে, যিনি উপরে থাকেন, তিনিই অবতরণ করেন।

এই দল উক্ত হাদিছের 'নজুল' শব্দের অর্থ পার্থিব পদার্থের গুণ-বিশেষ ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য—'অবতরণ করা' ধারণা করিয়াছে, ইহারা উক্ত মোশাব্বেহা দল- যাহারা খোদাতায়ালার ছেফাতসমূহকে (গুণাবলীকে) ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বস্তুর তুল্য ধারণা করিয়াছে। আমি ইহাদের অধিকাংশ মত স্বীয় 'মেনহাজোল অছুল' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছি। ইহাদের একজন কয়েকটি হাদিসের কতকগুলি শব্দের কাল্পনিক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালার চেহারা (মুখমণ্ডল) আছে, হস্ত অঙ্গুলিসমূহ ও পদ আছে। সহিহ (সত্য) মত এই যে, উক্ত আয়ত এবং হাদিছগুলি বিনা ব্যাখ্যা ও বিনা মত প্রকাশে পাঠ করিতে হইবে। অবশ্য সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ আয়তে লিখিত 'অজুহ'' শব্দের অর্থ খোদাতায়ালার জাত ও হাদিছে বর্ণিত 'এছবা' শব্দের অর্থ খোদাতায়ালার পরাক্রান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা কোন উক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিল না।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে এরূপ ব্যাখ্যা হইতে মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়, কারণ যদিও এইরূপ ব্যাখ্যা উহার প্রকৃত মর্ম হওয়ার সম্ভব, তথাপি খোদাতায়ালার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে।

লাহোরের মূদ্রিত গুণ্ইয়া-তোত্তালেবিনের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে— বিনা ব্যাখ্যার 'এস্তেওয়া' ছেফাতকে প্রয়োগ করা কর্তব্য। ভ্রান্ত মোজাচ্ছেমা ও কার্রামিয়া দল যেরূপ খোদাতায়ালার আরশের উপর 'এস্তেওয়া' করার অর্থে বলিয়াছে যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, আরশ স্পর্শ করিয়া আছেন, কদাচ সেরূপ ধারণা করিবে না। আমরা (তৎসম্বন্ধে) কোরআন ও হাদিছে যাহা আছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং ছেফাত সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান খোদাতায়ালার এল্মের উপর ন্যস্ত করি। এইরূপ (এমাম) ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না (রঃ)বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে নিজেকে যে গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহা পাঠ করাই উহার মর্ম, তদ্ব্যতীত উহার

অন্য ব্যাখ্যা করিতে নাই এবং আমরা তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিতে আদিষ্ট হই নাই। কেননা উহা অদৃশ্য বিষয়, বিবেক উহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম নহে।

মাওলানা শাহ্ অলি-উল্লাহ দেহলবি (রঃ) কওলোল জমিলের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা কলঙ্কমূলক' ও ধ্বংসজনক চিহ্নসমূহ হইতে পবিত্র, তিনি পার্থিব পদার্থ, জড় ও জীবের অন্তর্গত নহেন, জড় ও জীবের গুণ বিশেষ নহেন, আকৃতি ও বর্ণধারী নহেন এবং কোন স্থানে বা দিকে স্থিতিশীল নহেন। কোরআন ও হাদিছে ঐ প্রকার মর্মজ্ঞাপক যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা বিনা ব্যাখ্যায় তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, তৎপরেই উক্ত শব্দগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা (জ্ঞান) খোদাতায়ালার উপর ন্যস্ত করি। আমরা নিশ্চয় জানি যে, খোদাতায়ালা আমাদের তুল্য স্থান ইত্যাদিতে স্থিতিশীল নহেন, বরং তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই, তিনিই শ্রোতা ও দর্শক। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, "এস্তেওয়া" ঐরূপে তাহার উপর প্রযোজ্য—যেরূপ তিনি কোরআন শরিফে বর্ণনা করিয়াছেন।"

এমাম গাজ্জালি 'এহ্ইয়া ওল-উলুমোদ্দিন' গ্রন্থের প্রথমে (৬৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, নিশ্চয় সেই খোদাতায়ালা আকৃতিধারী, দীর্ঘ প্রস্থ ও অধঃ ঊর্দ্ধ বিশিষ্ট বস্তু বা পরমানু নহেন সীমাবদ্ধ, পরিমাণ বিশিষ্ট বা আবিভাজ্য পরমানু নহেন, জড় ও জীব পদার্থ যেরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট ও বিভাজ্য, তিনি সেরূপ নহেন, তিনি পরমানু নহেন, পরমানুপুঞ্জ তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি জড় ও জীবের গুণবিশেষ নহেন, এইরূপ কোন গুণ তাঁহাতে মিলিত হইতে পারে না, তিনি কোন অস্তিত্বশীলের তুল্য নহেন, কোন অস্তিত্বশীল বিষয় তাঁহার তুল্য নহে। কোরআন শরিফেই উক্ত হইয়াছে—"কোন বস্তুই তাঁহার তুল্য নহে।" সুতরাং তিনি কোন বস্তুরই তুল্য নহেন, নিশ্চয়ই পরিমাণ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না,

সীমা তাঁহাকে আবর্ত্তন করিতে পারে না, দিক্ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না। তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন, ও যে মর্মে ব্যবহার করিয়াছেন, কেবল সেই ভাবে ও সেই মর্মেই 'এস্তেওয়া' প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁহার উপর প্রযোজ্য, কিন্তু তিনি স্পর্শ করা উপবেশন করা, স্থিতিশীল হওয়া, মিলিত হওয়া, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা ইত্যাদি হইতে পবিত্র। আরশ তাঁহাকে বহন করিতে পারে না, বরং আরশ ও উহার বহনকারী ফেরেশতাগণ তাঁহার অনুগ্রহময় ক্ষমতায় সমুত্থিত এবং তাঁহার আয়ত্তাধীনে সংস্থাপিত। তিনি আরশ ও আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, পাতাল ও প্রত্যেক বস্তু অপেক্ষা বিস্তৃত- এরূপ আরশ, আকাশ, ভূতল ও পাতাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিকট সমান বরং তিনি আরশ ও আকাশ অপেক্ষা যেরূপ মহামহিমান্বিত, ভূতল ও পাতাল অপেক্ষাও সেইরূপ গৌরবন্বিত। ইহা ব্যতীত তিনি প্রত্যেক অস্তিত্বশীলের নিকট, মনুষ্যের কন্ঠনালী অপেক্ষা তাঁহার নিকট, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিকট উপস্থিত, কিন্তু তাঁহার নৈকট্য পার্থিব পদার্থ সমূহের নৈকট্যের তুল্য নহে, তাঁহার জাত, জড় ও জীবের প্রকৃতির তুল্য নহে, তিনি কোন বস্তুতে প্রবেশ করে না, কোন বস্তু তাঁহাতে প্রবেশ করে না, তিনি এরূপ পবিত্র যে, স্থান তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না, কাল তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, বরং তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, তিনি যেরূপ ছিলেন, এখনও সেইরূপ আছেন। তিনি গুণাবলীতে সৃষ্ট পদার্থের বিপরীত, তাঁহার জাতে অন্য কিছুই মিলিত হয় নাই এবং অন্য কিছুই তাঁহার জাত নহে। তিনি পরিবর্তন ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন হইতে পবিত্র।"

উপরোক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে,—উপরোক্ত প্রত্যেক মত মহামান্য এমামগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রাচীন সাধু সম্প্রদায়ের উক্তি সমূহ উহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। যে ব্যক্তি তৎসমুদয় হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বিশ্বাস করিবে, সেই ব্যক্তি সত্যপরায়ন

ও ছুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে এবং সে ভ্রান্তদল ও বেদয়াতি সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

খোদাতায়ালা "আর্-রহমান আলাল্ আরশে-স্তাওয়া' এই আয়তে 'এস্তেওয়া' শব্দ যে মর্মে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা উক্ত মর্মেই তাঁহার উপর প্রযুজ্য। উক্ত মর্ম খোদাতায়ালার মহিমা গুণের প্রতিকুল নহে। এতদ্বারা জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির লক্ষণ তাঁহার প্রতি আরোপিত হইবে না। কোরআন শরিফে "ছুম্মু-স্তাওয়া আলা-ছ ছামাএ ওয়াহিয়া দোখান" ثم استوى على السماء و هي دخان এই আয়তের 'এস্তেওয়া' শব্দের উক্ত অর্থই গৃহীত হইয়াছে। কেবল 'এস্তেওয়া' শব্দের অর্থ পরাক্রান্ত হওয়া গ্রহণ করিলেই, উক্ত ভাবগুলি রক্ষিত হইতে পারে। একজন কবি বলিয়াছেন—

قد استوى بشر على العراق - من غير سيف و دم مهراق

"কাদ এস্তাওয়া বেশ্‌র আলাল এরাকি, মেন গায়রি ছায়ফেন্ ওদামেম্ মোহারাকি", "নিশ্চয় বেশ্‌র বিনা তরবারি ও বিনা রক্তপাতে এরাক প্রদেশের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

সত্যপরায়ণ সম্প্রদায় এইরূপ মর্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন, যেরূপ ভ্রান্ত সম্প্রদায়ও و هو معكم اينما كنتم "এবং তোমরা যে স্থানে থাক, তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালা) তোমাদের সঙ্গে আছেন" এই আয়তের নিম্নোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, যথা,— "তোমরা যে স্থানে থাক, উক্ত খোদাতায়ালা তোমাদের অবস্থা অবগত আছেন।

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن

এই হাদিছের এছবা শব্দের মর্ম খোদাতায়ালার ক্ষমতা ও পরাক্রান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্য একটি হাদিছের يمين الله ইয়ামিনোল্লাহ্ শব্দের অর্থ খোদাতায়ালার মহিমা ও গৌরব গ্রহণ করা হইয়াছে, কেননা যদি

উহার স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করা হয়, তবে অসম্ভব বিষয় সপ্রমাণ হইবে। এইরূপ যদি 'এস্তেওয়া' শব্দের অর্থ খোদাতায়ালার স্থিতিশীলতা ও উপবিষ্ট হওয়া গ্রহণ করা হয় তবে স্থিতিশীলতা বিষয়ে খোদাতায়ালার আরশ স্পর্শকারী পার্থিব পদার্থ হওয়া প্রমাণিত হইবে, যাহা আরশের তুল্য বা আরশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে,— ইহা একান্ত অসম্ভব।

এমাম গাজ্জালি 'এলজামোল আওয়াম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— একজন লোক আমাকে উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে,— "অনভিজ্ঞ ধর্মজ্ঞানশূন্য হাশবিয়াদের মতে (খোদাতায়ালার) পার্থিব বিষয়ের ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দেয়, যেহেতু ইহারা কতকগুলি হাদিছের স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করতঃ খোদাতায়ালার ও তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে— যাহা হইতে তিনি পবিত্র ও নির্মল এবং খোদাতায়ালার আকৃতি, হস্ত, পদ, অবতরণ করা, স্থানান্তরে গমন করা, আরশের উপর উপবেশন ও স্থিতি করা ইত্যাদি অসঙ্গত মত ধারণ করিয়াছে, আরও উহারা ধারণ করিয়াছে যে, ইহাদের মত অবিকল প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের অনুরূপ ছিল। আরও সেই ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, আমি তাহার নিকট প্রাচীন মহাত্মাগণের মতের ব্যাখ্যা করি, সাধারণ লোকের পক্ষে এই হাদিছগুলি সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহাও বর্ণনা করি, সত্য মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি এবং যে যে বিষয়ের সমালোচনা করা একান্ত আবশ্যক ও যে যে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান হইতে বিরত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার পৃথক পৃথক বিবরণ লিপিবদ্ধ করি, এজন্য তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের বাসনায় অপকটভাবে বিনা কোন পক্ষ সমর্থনের কোন মতাবলম্বীর মতের অনুমোদন স্পষ্ট সত্যমত প্রকাশের বদ্ধ পরিকর হইতেছি। সত্য মত পোষণ করা এবং ন্যায় ও বিচারের পোষকতা করা উত্তম।

জ্ঞানিগণের নিকট বিনা সন্দেহে ছাহাবা ও তাবিয়িগণের মত স্পষ্ট সত্য। তাঁহাদের প্রকৃত মত এই যে, উপরোক্ত প্রকার কোন হাদিছ সাধারণ লোকের কর্ণগোচর হইলে, তাহার পক্ষে তৎসম্বন্ধে সাতটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রথম পার্থিব পদার্থ (জড় ও জীব)ও উহার আনুসঙ্গিক ভাব সমূহ হইতে খোদাতায়ালাকে পবিত্র বুঝিতে হইবে। যদি কেহ পূর্ব্ববর্ণিত হাদিস সমূহের ইয়াদ يد এছবা اصبع ইয়ামিন يمين প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রবণ করে, তবে বুঝিবে যে, উক্ত শব্দগুলির দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম মাংস, অস্থি ও স্নায়ুধারী হস্তাদি, দ্বিতীয় ক্ষমতা ও অধিকার প্রভৃতি, অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সকলেই নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিবে যে, নবিয়ে করিম (ছাঃ) উক্ত শব্দ রক্ত মাংস বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। ইহা খোদাতায়ালার পক্ষে অসম্ভব এবং তিনি উহা হইতে পবিত্র। যদি তাহার মনে উদয় হয় যে, খোদাতায়ালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহে গঠিত অবয়ব আছে, তবে সে প্রতিমা পূজক। প্রতিমা পূজা কাফেরী কার্য্য। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে জড়, জীব বা আত্মিক পদার্থ ধারণা করিবে, সে ব্যক্তি প্রচীন ও পরবর্ত্তী সমস্ত এমামগণের মতে কাফের। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মাংস ও স্নায়ু হইতে পবিত্র ধারণা করে এবং মহিমান্বিত প্রভুকে অনাদি গুণের বিপরীত ভাব হইতে পবিত্র বলিয়া ধারণা করে সে কখনই তাঁহাকে আকৃতিধারী এবং হস্ত, পদ ও অঙ্গুলিবিশিষ্ট বলিতে স্বীকার করিবে না।

এক্ষণে আমাদের বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, উক্ত শব্দের এরূপ অর্থ হইবে— যাহা খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগযোগ্য এবং যাহা পার্থিব পদার্থ বা উহার গুণ বিশেষ নহে। যদি সে উক্ত মর্ম্ম অবগত হইতে না পারে এবং উহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তবে উহা অবগত হইতে তাহার প্রতি আদৌ আদেশ হয় নাই। অতএব উহার অর্থজ্ঞান তাহার পক্ষে আবশ্যক নহে, বরং উহার তত্ত্বাবধান না করাই একান্ত আবশ্যক।

যদি সে ব্যক্তি ان الله خلق آدم على صورته এবং اني رايت ربي في احسن صورة প্রভৃতি হাদিছের 'ছুরত' শব্দ শ্রবণ করে, তবে তাহাকে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে 'ছুরত' শব্দের এক অর্থ আকৃতি ও অবয়ব—যাহা পার্থিব বস্তুর গুণ বিশেষ, দ্বিতীয় অর্থ ভাব—যাহা পার্থিব পদার্থ—আকৃতি গঠন হইতে স্বতন্ত্র। এক্ষণে প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিবে যে, উক্ত শব্দ আকৃতি, রূপ বা অবয়ব অর্থে খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস করিলে ইমানদার হইবে। তবে যদি তাহার মনে উদয় হয় যে, উহার প্রকৃত অর্থ কি হইবে, তাহা হইলে তাহাকে জানা কর্ত্তব্য যে, সে উহা জানিতে আদিষ্ট হয় নাই, বরং উহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, কেননা উহা তাহার সাধ্যাতীত, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত যে, উহার প্রকৃত মর্ম এইরূপ হইবে— যাহা খোদাতায়ালার মহিমা ও গৌরবের প্রতি প্রয়োগ করা সিদ্ধ এবং পার্থিব পদার্থ ও উহার গুণ বিশেষ নহে।

যদি সে ব্যক্তি ينزل الله تعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا এই হাদিছের 'নজুল' শব্দ শ্রবণ করে, তবে তাহাকে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক যে, নজুল শব্দের এক অর্থ এক বস্তুর উচ্চস্থান হইতে নিম্নে অবতরণ করা, কিন্তু উক্ত শব্দের অবতরণ ও স্থানান্তর গমন করা ব্যতীত অন্য এক অর্থ আছে, যথা খোদাতয়ালা কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন,—

"তোমাদের জন্য আটটি চতুষ্পদ নাজেল করিয়াছেন। কিন্তু উষ্ট্র ও গো আকাশ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে, ইহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বরং উক্ত জন্তু সমূহ গর্ভাশয়ে সৃজিত হইয়াছে, নিশ্চয় তৎসমুদয়ের নাজেল করার অন্য অর্থ আছে। এইরূপ এমাম শাফিয়ি (রঃ) বলিয়াছিলেন,—'আমি মিশরে প্রবেশ করিলাম অনন্তর তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না, ইহাতে আমি নজুল করিলাম, তৎপরে নজুল

করিলাম, তৎপরে নজুল করিলাম।" এস্থলে উক্ত শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই যে, তাহার শরীর (উচ্চস্থান হইতে) নিম্নস্থান অবতরণ করিয়াছে। অতএব ইমানদার ব্যক্তি নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে যে, অবতরণ ও স্থানান্তরিত হওয়া অর্থে নজুল শব্দ খোদাতায়ালার উপর প্রযুজ্য নহে, কেননা দেহ ও অবয়ব পার্থিব (আকৃতিধারী) পদার্থ, খোদাতায়ালা উহা হইতে পবিত্র। ইহাতে যদি তাহার মনে হয় যে, উহার প্রকৃত অর্থ কি হইবে, তবে তাহাকে বলা হইবে যে, যখন তুমি উষ্ট্রের নজুলের অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তখন খোদাতায়ালার নজুলের মর্ম বুঝিতে অধিকতর অক্ষম হইবে উহা অবগত হওয়া তোমার কার্য্য নহে, অতএব তুমি স্বীয় এবাদত ও কার্য্যে সংক্ষিপ্ত হও এবং উহার (তত্ত্বানুসন্ধান) হইতে মৌনাবলম্বন কর। তুমি ধারণা কর যে, যদিও তুমি উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নও, তথাচ উহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে —যাহা খোদাতায়ালার মহিমা ও গৌরবের উপর প্রযুজ্য এবং আরবদিগের ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারে।

যদি সে ব্যক্তি কোরআন শরিফের নিম্নোক্ত দুই আয়তের وهو القاهر فوق عباده এবং يخافون ربهم من فوقهم 'ফউক' শব্দ শ্রবণ করে, তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম উচ্চস্থান যাহা পার্থিব আকৃতিধারী বিষয়ের সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় উচ্চপদ, এই অর্থে বলা হইয়া থাকে যে, খলিফা সুলতান অপেক্ষা উচ্চ, সুলতান মন্ত্রি অপেক্ষা উচ্চ এবং এক এল্‌ম অন্য এল্‌ম অপেক্ষা উচ্চ। প্রথমটী পার্থিব পদার্থের গুণ বিশেষ, দ্বিতীয়টি তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক নহে। ইমানদার নিশ্চয় বুঝিবে যে, উক্ত শব্দ উচ্চস্থান অর্থে খোদাতায়ালার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় নাই এবং উহা পার্থিব আকৃতিধারী পদার্থ সমূহে বিশিষ্ট গুণ হওয়ার অর্থে খোদাতায়ালার প্রতি প্রযুজ্য নহে, এক্ষণে সে ব্যক্তি যদি উহার প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে না পারে, তবে ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, নিশ্চয় ইহা বিশ্বাস করিবে যে, এই শব্দগুলি এরূপ ব্যবহৃত হইতেছে— যাহা খোদাতায়ালার মহিমা ও গৌরবের উপযুক্ত এবং নিশ্চয় হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) খোদাতায়ালার যে গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সত্যবাদী, এক্ষণে তাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, তিনি যাহা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও ধ্রুব সত্য, ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, আমরা উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং সত্যতা স্বীকার করিয়াছি, নিশ্চয় খোদাতায়ালা নিজেকে যেরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়াছেন ও তাঁহার রছুল তাঁহার যেরূপ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও তুমি উহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হও, তথাচ খোদা ও তাহার রছুল উহার যে মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহাই সত্য বুঝিবে।

তৃতীয় বিষয় এই—তাহাকে স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে উহার প্রকৃত মর্মজ্ঞান লাভ করা তাহার সাধ্যাতীত এবং উহা তাহার কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্থ — উহার মর্ম জিজ্ঞাসা করিবে না, উহার তত্ত্বানুসন্ধানে সংলিপ্ত হইবে না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা বেদয়াত জানিবে, উহার তত্ত্বানুসন্ধানে নিজের ধর্ম নষ্টের আশঙ্কা আছে এবং যদি উক্ত তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে সে অজানিতভাবে কাফের হইয়া যাইতেও পারে। সাধারণ লোককে ঐরূপ তত্ত্বানুসন্ধান হইতে মৌনাবলম্বন করা ওয়াজেব। যদি সাধারণ লোকেরা উহার প্রকৃত মর্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করে, তবে তাহাদিগকে তিরস্কার ও নিষেধ করা এবং কশাঘাত করা আবশ্যক। যে কেহ হজরত ওমার (রাঃ) কে মোতাশাবেহান আয়াত সমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত, তিনি তাহাকে কশাঘাত করিতেন। হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) একদল লোককে অদৃষ্ট তত্ত্বে বাদানুবাদ করিতে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। উপদেষ্টাগণের পক্ষে মিম্বরের উপর এইরূপ প্রশ্ন সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হারাম। বরং আমি যাহা উল্লেখ

করিয়াছি এবং প্রাচীন বিদ্বানেরা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা না করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

খোদাতায়ালার পবিত্রতা, অনুপম ভাব আকৃতিধারী হওয়া বা উহার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে, তাঁহার নির্মলতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবে। এমন কি, যাহা কিছু মানুষের অন্তঃকরণে উদয় হইতে পারে, খোদাতায়ালা উহার সৃষ্টিকর্তা, উহা হইতে এবং উহার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে তিনি পবিত্র। উক্ত প্রকার হাদিছ সমূহের প্রকৃত মর্ম উহা নহে, তোমরা উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার বা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করার উপযুক্ত নও, অতএব তোমরা তোমাদের ধর্মকার্য্যে মনোনিবেশ কর। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন কর, আর যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাক।

পঞ্চম—উক্ত আরবী শব্দগুলি ভাষান্তর করিবে না, ফার্সী কিম্বা তুর্কিতে উহার মর্ম প্রকাশ করিবে না, উক্ত শব্দ ব্যতীত (অন্য শব্দে) উহা উচ্চারণ করা সিদ্ধ হইবে না, কেননা এরূপ কতকগুলি আরবী শব্দ আছে, যাহার অনুরূপ ফার্সী শব্দ নাই, অথবা এরূপ কতগুলি আরবী শব্দ আছে, যাহার অনুরূপ ফার্সী শব্দও আছে, কিন্তু আরবেরা যে মর্ম্ম সমূহের জন্য তৎসমুদয়ের ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, পারস্যবাসীরা সেই মর্ম্ম সমূহের জন্য ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত নহেন। আরবীতে কতকগুলি বহু অর্থ বাচক শব্দ আছে, ফার্সীতে সেরূপ নাই, তিনি দৃষ্টান্তস্থলে তিনটি শব্দ লিখিয়াছেন, প্রথম এস্তেওয়া শব্দ উহার অনুরূপ ফার্সী শব্দ নাই, পারস্য ভাষায় তৎপরিবর্ত্তে যে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রথম শব্দের অর্থ সোজা হওয়া, দ্বিতীয় শব্দের অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া। প্রথম শব্দটি এরূপ বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, যাহা বক্র হইতে পারে, দ্বিতীয় শব্দটি এরূপ বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, যাহার গতিশীল হওয়া সম্ভব। ফার্সী শব্দে যেরূপ অর্থ ও ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, আরবী এস্তেওয়া শব্দে তদ্রূপ প্রকাশিত হয় না। যখন

এক শব্দ অর্থ ও ভাব প্রকাশে অন্য শব্দ হইতে পৃথক হইল, তখন একটি দ্বিতীয়টির সমতুল্য হইল না, এক শব্দকে তুল্য অর্থবাচক শব্দের সহিত ঐ সময় পরিবর্ত্তন করা সিদ্ধ হইবে— যে সময় কোন প্রকারে অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ভাবেও একটি অপরটির বিপরীত না হয়। দ্বিতীয় আরবী এছবা শব্দ, উহার ফার্সী আঙ্গস্থ শব্দ, কিন্তু আরবেরা উক্ত শব্দটি দান, প্রদত্ত বিষয় অর্থেও ব্যবহার করিয়া থাকেন, ফার্সীতে এরূপ অর্থ ব্যবহৃত হয় না, এক্ষেত্রে এক শব্দ অন্যের অনুরূপ নহে বা একটি দ্বারা অপরটির অনুবাদ করা সিদ্ধ নহে।

তৃতীয় আরবী আএন শব্দ, এই শব্দটি বহু অর্থবাচক, চক্ষু, বারি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি উহার বহু অর্থ আছে, এইরূপ আরবী ওজুহ ও যম্ব শব্দদ্বয় বহু অর্থবাচক। এই অর্থগুলি আকৃতিধারী (পার্থিব) পদার্থের উপর প্রযুজ্য। উক্ত শব্দত্রয়ের আরও এবম্বিধ অর্থ আছে— যাহা পার্থিব পদার্থ হইতে সম্বন্ধশূন্য, কিন্তু অনুবাদকারী সাধারণতঃ পার্থিব পদার্থের উপর প্রযুজ্য অর্থে অনুবাদ করিয়া থাকে, সেই হেতু উক্ত আরবী শব্দ সমূহ অন্য ভাষায় পরিবর্ত্তন করিতে নিষেধ করি।

ষষ্ঠ—অন্তরকে উহার তত্ত্বানুসন্ধান অনুধাবন হইতে বিরত রাখিবে।

সপ্তম—যদিও সে ব্যক্তি অক্ষমতা প্রযুক্ত উহার প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অথচ এরূপ ধারণা করিবে না যে, উহা হজরত নবিয়ে করিমের পয়গম্বরগণের, ছিদ্দিকগণের ও অলিউল্লাহগণের নিকটেও অব্যক্ত আছে।

সহিহ্, মোসলেমের টীকা, ৯৯ পৃষ্ঠা,—

"কাজী এয়াজ বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার নূর (আলোক) হওয়া অসম্ভব, কেননা নূর পার্থিব বস্তু সমূহের অন্তর্গত খোদাতায়ালার পার্থিব পদার্থ (জড় ও জীব) হওয়া অসম্ভব। ইহা মোসলেম-জগতের সমস্ত এমামের মত। কোর-আন শরিফে যে الله نور السموات والارض

উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ এই—"খোদাতায়ালা আকাশ সমূহের ও ভূমির আলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা কিম্বা আকাশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের পথ প্রদর্শক। হাদিছ শরিফেও তাহার প্রতি যে "নূর" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ আলোক প্রদানকারী'।

উক্ত গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার ছেফাত (গুণাবলী) সংক্রান্ত হাদিছ ও আয়ত সমূহে বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত হইয়াছে। প্রথমটি অধিকাংশ কিম্বা সমস্ত প্রাচীন বিদ্বানের মত। উহা এই যে, উক্ত হাদিছ ও আয়ত সমূহের মর্ম্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ না করা, বরং তাঁহারা বলেন যে, তৎসমস্তের প্রতি স্থাপন করা ওয়াজেব, আরও এরূপ ধারণা করা ওয়াজেব যে, তৎসমুদয়ের এরূপ অর্থ আছে, যাহা তাঁহার মহিমার উপযুক্ত, আরও দৃঢ়বিশ্বাস করিতে হইবে যে, কোন বস্তু তাঁহার তুল্য নাই এবং নিশ্চয় তিনি এমন পবিত্র যে, তিনি জড় ও জীব (আকৃতিধারী পদার্থ) বা উহার গুণ বিশেষ নহেন, তিনি একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন ও দিকবিশেষে স্থিতিকরণ হইতে পবিত্র। ইহা একদল আকায়েদ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মত এবং তাঁহাদের বিচক্ষণ দলের মনোনীত মত, এই মতই সমধিক নিরাপদ।

দ্বিতীয়—অধিকাংশ আকায়েদ তত্ত্ববিদ পণ্ডিতের মত, উহা যে স্থান বিশেষে উপযুক্তভাবে উক্ত আয়ত ও হাদিস সমুহের মর্ম নির্দেশ, করা। যে ব্যক্তি উপযুক্ত আরবী ভাষায়, আকায়েদ ও ফেক্হ তত্ত্বে পারদর্শী ও মা'রেফাত তত্ত্ববিদ্যায় নিপুণ হয়েন, তাঁহার পক্ষে উহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্দেশ করা সিদ্ধ। এই মত অনুসারে اتيان শব্দের মর্ম খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করা কিম্বা কোন কার্য্য করা অথবা তাঁহার কোন ফেরেশতার আগমন ও ছুরত শব্দের অর্থ অবস্থা ভাব। এহ ইয়াওল-উলুমের টীকা, এত্তেহাফে জোবায়দি দ্বিতীয় খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা।

এমামল হারামায়েনের পিতা 'কেফায়াতোল মো'তাকেদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোর-আন ও হাদিছের যে অংশটুকু এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করিলে খোদাতায়ালার পার্থিব বস্তুর ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে,— প্রথম উহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া উহার তত্ত্বজ্ঞানকে খোদাতায়ালার উপর ন্যস্ত করা। ইহা হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ), অধিকাংশ ছাহাবা ও বহু সংখ্যক প্রাচীন বিদ্বানগণের মত। দ্বিতীয়, উহার মর্ম নির্দেশ করা এবং উহা খোদাতায়ালার ক্রিয়ার গুণ স্থির করা, এই হিসারে নজুল শব্দের মর্ম খোদাতায়ালার অনুগ্রহের নিকটবর্ত্তী হওয়া, ইয়াদ শব্দের মর্ম তাঁহার দান, এস্তেওয়া শব্দের মর্ম তাহার ক্ষমতা ও পরাক্রম। খোদাতায়ালা যেরূপ আররহমান্ আলাল আরশে-স্তওয়া বলিয়াছেন, সেইরূপ ما يكون من ثلثة الا هوا رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم এই আয়তটিও বলিয়াছেন। শেষোক্ত আয়তের মর্ম এই যে, তিনজন লোক কোন গুপ্ত পরামর্শ করিলে খোদাতায়ালা তাহাদের চতুর্থ পঞ্চজন (গুপ্ত পরামর্শ করিলে) খোদাতায়ালা তাহাদের ষষ্ঠ। খোদাতায়ালা একই সময় আরশের স্থিতিশীল হইবেন এবং মানুষের সহিত অবস্থিত করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, খোদা কোন স্থানে বা দিকে স্থিতিশীত্ব নহেন, কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নহেন, আরশের উপর স্থিতিশীল বা উপবিষ্ট নহেন, বরং প্রকৃত মর্ম এই যে, তিনি সমস্ত বস্তুর অবস্থা অবগত আছেন।"

"এরূপ একদল নির্ব্বোধ লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—যাহারা সর্বত্র কোরআন শরিফের স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইতেছে। যদি তাহাদের দ্বারা সাধারণ লোক ভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিত তবে আমি তাহাদের বর্ণনা করিয়া এই পুস্তককে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিতাম না। ঐ নির্ব্বোধ লোকেরা বলিয়া থাকে যে, আমরা সর্বত্র স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ

করি, যে সমস্ত আয়তে খোদাতায়ালার পার্থিব ভাবাপন্ন হওয়া সন্দেহ উৎপাদন করে এবং যে হাদিছ সমুহে খোদাতায়ালার সীমাবদ্ধ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী হওয়ার ধারণা জন্মাইয়া দেয়, তৎসমুদয়ের স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করি, উহার কোনটীর অস্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সিদ্ধ নহে এবং তাহারা নিজেদের পক্ষে সমর্থনের জন্য এই আয়াতটি পেশ করিয়া থাকে, যথা — "এবং খোদাতায়ালা ব্যতীত উহার প্রকৃত অর্থ কেহই অবগত নহেন।" কিন্তু যে খোদাতায়ালার আয়ত্তাধীনে আমাদের জীবন আছে, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উপরোক্ত দল য়িহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি উপাসক ও পৌত্তলিক দল অপেক্ষা ইসলামের অধিকতর অপকারক, কেননা কাফেরদিগের ভ্রান্তিসমূহ প্রকাশ্য, মুসলমানগণ তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু উপরোক্ত দল ও সাধারণ লোকেরা এই ধর্মাবলম্বী বিধায় দুর্ব্বলচেতাগণ প্রতারিত হইয়া থাকে। তৎপরে ইহারা তাহাদের ভক্তবৃন্দকে এই বেদয়াত মত সমুহ শিক্ষা দিয়া থাকে এবং পবিত্র উপাস্য (খোদাতায়ালার) অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী ও অবয়বধারী হওয়ার, আরোহণ করার, অবতরণ করার, কোন বস্তুর উপর ভর দেওয়ার উত্থান শয়ন ও উপবেশন করার এবং দিক্ দিগন্তে গমনাগমন করার মত তাহাদের অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।"— ঐ ১০৯ পৃষ্ঠা।

"খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এক ভাগ মোহকমে (স্পষ্ট মর্মবাচক), আর এক ভাগ মোতাশাবেহ (অস্পষ্ট মর্ম্ম বাচক) সত্য পথভ্রষ্ট দলেরা নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য মোতাশাবেহ আয়ত পেশ করিয়া থাকে। বিদ্বানগণ উক্ত ভ্রান্ত দলের নির্দ্ধারণে মতভেদ করিয়াছেন, রাবি বলিয়াছেন, নাজরানবাসী খৃষ্টান দল ভ্রান্ত সম্প্রদায়। কলবি বলিয়াছেন, য়িহুদীগণই ভ্রান্তদল। কাতাদা ও জায্যাজ বলিয়াছেন, কেয়ামত অবিশ্বাসকারী কাফেরগণ উক্ত ভ্রান্তদল। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, সমস্ত বাতীল মতাবলম্বী এবং যে কেহ স্বীয় বাতীল মত সমর্থন জন্য মোতাশাবেহ

আয়তকে পেশ করিয়া থাকে, তাহারা উক্ত ভ্রান্ত দলের অন্তর্গত। যে কেহ দুর্ব্বল চেতাদের অন্তরে সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়া মতিভ্রম ঘটাইয়া দেয়, তাহারাও এই দলভুক্ত। মোশাবেহা দল খোদাতায়ালার আরশের উপর উপবিষ্ট হওয়ার মত সমর্থন জন্য "আর রমহান আলাল আরশেস্তাওয়া" এই আয়তটি পেশ করিয়া থাকে, উহারাও ভ্রান্ত দলভুক্ত, কেননা স্পষ্ট জ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন স্থানে স্থিতিশীল বস্তু অবিভাজ্য পরমাণুর তুল্য ক্ষুদ্র হইবে, কিম্বা বিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি হইবে, অবিভাজ্য পরমাণু হওয়া বাতীল, আর পরমাণু সমষ্টি হইলে উহা সৃষ্ট পদার্থ হইবে। এই হেতু খোদাতায়ালার কোন স্থানে স্থিতিশীল হওয়া বাতীল। অতএব মোতাশাবেহ আয়ত এক্ষেত্রে যে কেহ (নিজ বাতীল মত সমর্থনে) পেশ করিল, সে অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক আয়ত দলীলরূপে গ্রহণ করিল।" তফছিরে কবির, ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

"মোতাশাবেহা দল উক্ত আয়ত উপলক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহাদের উপাস্য (খোদা) আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, ইহা বিবেক বুদ্ধি ও দলীল অনুযায়ী বাতীল। প্রথম প্রমাণ এই, যে সময় আরশ ও স্থান ছিল না, সেই সময় পবিত্র মহিমান্বিত খোদাতায়ালা ছিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালা জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি স্থানের মুখাপেক্ষী কেন হইবেন? তিনি যে ভাবে ছিলেন, (সৃষ্টির পরেও) সেই ভাবে আছেন।" কবির ষষ্ঠ খণ্ড, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় কোরআন শরিফে আছে— "কোন বস্তু তাঁহার তুল্য নহে।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোন প্রকার পার্থিব বস্তুর তুল্য নহেন। যদি তিনি উপবিষ্ট হয়েন, তবে পার্থিব বস্তু উপবেশনে তাঁহার তুল্য হইয়া যাইবে এবং আয়তের অর্থ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

তৃতীয় কোরআন শরিফে আছে যে, কেয়ামতের দিবস ৮জন ফেরেশতা খোদার আরশ বহন করিবেন, যদি তাঁহারা আরশ বাহক হন

এবং আরশ তাঁহাদের উপাস্যের (খোদার) স্থান হয়, তবে ফেরেশতাগণের আপন সৃষ্টিকর্ত্তা উপাস্যের বহন করা প্রমাণিত হয়, ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ মত।

চতুর্থ কোরাণ শরিফে আছে যে, খোদাতায়ালা অংশবিহীন এক, এই আয়তটি যে স্পষ্ট মর্ম্মবাচক, ইহাতে উম্মতের এজমা হইয়াছে। এক্ষণে যদি খোদাতায়ালা কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থিতিশীল হয়েন, তবে তাঁহার বিভাজ্য বিষয় হওয়া প্রমাণিত হইবে। এক্ষেত্রে উক্ত আয়ত বাতীল প্রতিপন্ন হইবে। তিনি এইরূপ আরও ছয়টি প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, এই প্রমাণ সমুহে প্রমাণিত হইল যে, খোদাতায়ালার আরশের উপর উপবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। এই আয়তে দুই প্রকার মত হইয়াছে, প্রথম এই যে, আমরা উক্ত আয়তের অর্থ নির্দ্দেশ করিব না, বরং দৃঢ় বিশ্বাস করিব যে, খোদাতায়ালা স্থান ও দিক হইতে পবিত্র। দ্বিতীয় উহার অর্থ নির্দ্দেশ করা। কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, আয়তের "এস্তেওয়া" শব্দের মর্ম্ম পরাক্রান্ত হওয়া। সম্পূর্ণ আয়তের মর্ম্ম এই যে, "দয়াময় (খোদাতায়ালা) আরশের উপর পরাক্রান্ত হইলেন।" তৎপরে এ সম্বন্ধে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

বিশেষতঃ এইরূপ আয়তে বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে। প্রথম উহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা না করা, দ্বিতীয় উহার অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করা। প্রথম মতই নিরাপদ এবং প্রকৃত তত্ত্বের নিকট কেননা "এস্তেওয়া" এই ছেফাতের মর্ম্মজ্ঞান ওয়াজেব নহে, যে ব্যক্তি উহার তত্ত্বানুসন্ধান না করে, সে ব্যক্তি কোন ওয়াজেব ত্যাগ করিল না, কিন্তু যে ব্যক্তি উহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হয়, সে ভ্রম-জালে আবদ্ধ হইতে পারে এবং অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত ধারণা করিতে পারে।

দ্বিতীয় মত আশঙ্কাজনক। ইহাদের একদল বলিয়া থাকে যে, উহার স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে সেই হিসাবে এরূপ অর্থ হইবে— "তৎপরে খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতিশীল কিম্বা উপবিষ্ট হইলেন।" আর একদল উক্ত আয়তের অর্থে বলিয়াছেন— 'খোদাতায়ালা আরশের উপর

পরাক্রান্ত হইলেন। প্রথম মতটী একেবারে অনভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় মতটীরও অনভিজ্ঞতা হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম মতটি (খোদাতায়ালার আরশের উপর স্থিতিশীল ও উপবিষ্ট হওয়া) অনভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও বেদয়াত মত এবং কাফিরি হওয়ার সম্ভব! দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, খোদাতায়ালা কাফেরগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহাদের কাহাকেও শাস্তি প্রদান করিবেন না, তবে ইহা অনভিজ্ঞতা, বেদয়াত ও কাফেরী মত। আর যদি কেহ ধারণা করে যে খোদাতায়ালা অব্যক্ত অবস্থার জয়েদ নামক ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, তবে ইহা প্রকৃত না হইলেও বেদয়াত মত হইবে না।" —ঐ খণ্ড, ৫৯০—৫৯১ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত যুক্তি ও প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য আয়তে খোদাতায়ালার আরশের উপর স্থিতিশীল ও উপবিষ্ট হওয়ার বা কোন স্থানে বা দিকে স্থিতিশীল হওয়ার মর্ম গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। এই স্থলে সুদক্ষ বিদ্বান মণ্ডলীর দুই প্রকার মত হইয়াছে। প্রথম এই যে, আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, খোদাতায়ালা স্থান ও দিক হইতে পবিত্র এবং আয়তের বিস্তারিত মর্ম নির্দেশ করিতে রত হইব না। বরং উহা খোদার উপর ন্যস্ত করিব, ইহা আমি ছুরা আল-এরমানের বর্ণনা স্থলে সপ্রমাণ করিয়াছি। এই মতই আমাদের মনোনীত ও বিশ্বাসযোগ্য। দ্বিতীয় মত উহার প্রকৃত মর্ম বিষদরূপে ব্যক্ত করিতে লিপ্ত হওয়া। ইহাতে দুই প্রকার মত আছে, প্রথম কাফ্ফাল (রঃ) উহার অর্থে বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার ক্ষমতা তাঁহার রাজ্যের উপর প্রচলিত হইল। এই অর্থ অতি সত্য। দ্বিতীয় খোদাতায়ালা আরশের উপর পরাক্রান্ত হইলেন (আধিপত্য বিস্তার করিলেন)।" ঐ ৪র্থ খণ্ড, ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা।

"কেহ কেহ বলেন, আল্লাহতায়ালা নূর অর্থাৎ জ্যোতিঃ সদৃশ। সূর্য্য ও অগ্নি হইতে যে আলোক ভূতলে ও প্রাচীর ইত্যাদির উপর পতিত হয়, উক্ত আলোকেই নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ। খোদাতায়ালার এইরূপ

আলোক হওয়া কয়েক কারণে অসম্ভব। আরও তিনি লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই।" যদি খোদাতায়ালা উক্ত প্রকার নূর হয়েন, তবে তিনি পার্থিব বস্তুর তুল্য হইবেন, ইহাতে আয়তের অর্থ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় তিনিই আলোক ও অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন, কাজেই তিনি নিজেই সেই আলোক হইতে পারেন না।" ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১০-৩১১ পৃষ্ঠা।

এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আছমা অচ্ছেফাত' এর ২৯১-২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— "কোরান-শরিফের" আররহমানো আলাল আরশেস্তাওয়া" এই আয়তে আরবী 'এস্তেওয়া' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। আমাদের স্বমতাবলম্বী প্রাচীন বিদ্বান মণ্ডলী উহার ব্যাখ্যা করিতেন না এবং তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেন না—যেরূপ এই প্রকার (অন্যান্য আয়ত ও হাদিছে) তাঁহাদের মত ছিল। এক ব্যক্তি এমাম মালেকের নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হে আবু আবদুল্লাহ, কোরান-শরিফে আছে- "আর রাহমানো আলাল আরশেস্তাওয়া" কিন্তু খোদাতায়ালা কিরূপ 'এস্তেওয়া' করিয়াছেন? তৎশ্রবণে উক্ত এমাম সাহেব মস্তক অবনত করিলেন। এমন কি তাঁহার শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া গেল। তৎপরে তিনি বলিলেন, 'এস্তেওয়া' শব্দের (আভিধানিক) মর্ম অজ্ঞাত নহে, কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম জ্ঞানগোচর নহে, উহার প্রতি (বিনা ব্যাখ্যায়) বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য (ওয়াজেব)। আমি তোমাকে বেদয়াতি ধারণা করি। পরে তিনি তাহাকে বিতাড়িত করার আদেশ করিলেন। এইরূপ এমাম রবিয়াতোর্রায়ী জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, উহার প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞাত। 'এস্তেওয়া' জ্ঞানের অগোচর, আমার এবং তোমার প্রতি উহার বিশ্বাস স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। এমাম ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে যেভাবে নিজের গুণাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বন করাই উহার ব্যাখ্যা (তফছির)। এমাম এবনে খোজায়মা বলিয়াছেন, উক্ত আয়তের

ব্যাখ্যা করিতে নাই। এইরূপ আয়তে প্রাচীন বিদ্বানগণের বহু কথা বর্ণিত রহিয়াছে। এমাম শাফিয়ির মজহাবে এই মতটী গ্রহণীয়, ইহাই এমাম আহমদ বেনে হাম্বল, হোছাএন বেনে ফজ্‌ল ও খাত্তাবির মত।

এমাম আবুল হাছান আশয়ারি বলিয়াছেন যে, মহিমান্বিত খোদাতায়ালা আরশে একটি কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি 'এস্তেওয়া' নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেরূপ আরশ ব্যতীত অন্য স্থলে কার্য্য করিয়া উপজীবিকা দান ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এস্তেওয়া ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই, উহা তাহার ক্রিয়ার গুণবিশেষ। এমাম আবুল হাছান তাবারী প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, উক্ত শব্দের অর্থ হওয়া, অর্থাৎ খোদাতায়ালা আরশ অপেক্ষা, উচ্চ তিনি আরশের উপর উপবিষ্ট নহেন, দণ্ডায়মান নহেন, আরশ স্পর্শকারী নহেন, আরশ হইতে দূরবর্তী নহেন, কেননা স্পর্শ করা, দূরবর্তী হওয়া, দণ্ডায়মান হওয়া এবং উপবেশন করা পার্থিব (আকৃতিধারী) বিষয়ের গুণবিশেষ। খোদাতায়ালা অংশবিহীন এক, তিনি পরমুখাপেক্ষী নহেন, তিনি জন্ম দান করেন নাই এবং জাত নহেন এবং কেহই তাঁহার তুল্য (অংশী) নহে, অতএব যাহা পার্থিব পদার্থের উপর প্রযুজ্য, তাহা তাঁহার উপর প্রযুজ্য হইতে পারে না।

শিক্ষক আবু বকর বেনে ফওরক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহাও আমাদের কোন স্বমতাবলম্বীর মত, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন যে, 'এস্তেওয়ার অর্থ উচ্চ হওয়া, এস্থলে দূরত্ব, দিক্ ও কোন স্থানে স্থিতিশীল নহেন, কিন্তু এই আয়তের ধর্ম নিম্নোক্ত আয়তের অনুরূপ, আয়তটীর মর্ম এই—

"তোমরা কি উক্ত খোদাতায়ালা হইতে নির্ভীক হইয়াছ যিনি আকাশ অপেক্ষা উচ্চ।" অর্থাৎ খোদাতায়ালা কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নহেন কোন স্তর (তবক) বা স্থান বা দিক্ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না। খোদাতায়ালা এইরূপে স্বীয় ব্যাখ্যা, বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিছে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা তদতিরিক্ত কিছু বলিতে পারি না।

আরও তিনি বলিয়াছেন, প্রথমে যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহাই বলিব। নিশ্চয় খোদাতায়ালা, আরশের উপর 'মোস্তাবি', তিনি সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উচ্চ, পৃথক, অর্থাৎ পার্থিব বস্তু সমূহ তাঁহাতে মিলিত হইতে পারে না, তিনিই পার্থিব বস্তু সমূহে মিলিত হইতে পারেন না, তিনি তৎসমস্ত স্পর্শ করিতে পারেন না, পার্থিব বস্তু সমূহের ভাবাপন্ন হইতে পারেন না, আমাদের প্রতিপালক স্পর্শ করা ও মিলিত হওয়া হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

শিক্ষক আবুমনছুর আমার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের স্বমতাবলম্বী শেষ কালের বহু বিদ্বান্ এই মত ধারণ করিয়াছেন যে, এস্তেওয়া শব্দের অর্থ প্রবল, পরাক্রমশালী হওয়া, আয়তের অর্থ এই যে,— "সর্ব্ব প্রদাতা (খোদাতায়ালা) আরশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেন ও স্বীয় পরাক্রম (জালাল) প্রকাশ করিলেন।" এই শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ আরবি ভাষায় বহু প্রচলিত আছে। একজন কবি, বেশর বেনে মারওয়ানের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"নিশ্চয় বেশর বিনা তরবারি ও রক্তপাতে এরাক প্রদেশের উপর 'এস্তেওয়া' অর্থাৎ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।

এমাম বয়হকি বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ও রূপগঠনকারী, কাজেই তাঁহার পক্ষে রূপধারী, আকৃতিধারী হওয়া অসম্ভব, নচেৎ তিনি সৃষ্ট পদার্থ হইয়া যাইবেন। তৎপরে তিনি কয়েকটি হাদিছ উল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে তৎসমুদয়ের সরলার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ— খালাকাল্লাহো আদামা আল সুরতিহী অর্থাৎ আল্লাহ আদমকে তাহার নিজরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, উপরোক্ত হাদিছের এইরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, খোদাতায়ালা আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, কেননা ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, খোদাতায়ালা আকৃতিধারী নহেন, তিনি পবিত্র, কোনও বস্তু তাঁহার তুল্য নহে। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই, খোদাতায়ালা আদমকে উক্ত আদমের আকৃতিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার

সার মর্ম্ম এই, আদম সন্তানগণ ক্রমান্বয়ে গঠিত হইয়াছে—প্রথম বীর্য্য তৎপরে গাঢ় রক্ত, তৎপরে মাংসপিণ্ড, তৎপরে নির্জীব আকৃতি, তৎপরে প্রসব কাল সমাপ্তি অবধি সজীব সন্তান, তৎপরে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, পরে বালক ও পরে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকায় বিশিষ্ট হয়। হজরত বলিয়াছেন, (হজরত) আদম (আঃ) এর সৃষ্টি ও গঠন উপরোক্ত প্রণালীতে হয় নাই। তিনি প্রথম সৃষ্টিতেও ৬০ হস্ত লম্বা পূর্ণাদেহধারী হইয়াছিলেন।

শিক্ষক আবু মনছুর (রাঃ) উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে সময় সর্প বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই সময় উহার আকৃতি কদাকার মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল এবং হস্ত পদ বিনষ্ট করা হইয়াছিল, কিন্তু আদমের সেরূপ করা হয় নাই। এই হেতু হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সৃষ্টিকালে হজরত আদম (আঃ) এর যেরূপ আকৃতি ছিল, বেহেশত হইতে বহির্গত হওয়ার পরেও তাঁহার সেইরূপ আকৃতি ছিল তাঁহার রূপ কদাকার হয় নাই এবং তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দ্বিতীয় হাদিছ—"যদি তোমাদের মধ্যে কেহ (কাহারও সহিত) সংগ্রাম করে, তবে যেন (উহার) মুখমণ্ডলে (আঘাত করিতে) বিরত থাকে, কেননা খোদাতায়ালা আদমকে উক্ত (প্রহারিত) ব্যক্তির রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তৃতীয় হাদিছ—"তোমরা মুখমণ্ডল কদাকার করিও না, কেননা খোদাতায়ালা আদমকে সর্ব্বপ্রদাতা খোদাতায়ালা (সৃজিত বা সম্মানিত আকৃতিতে গঠন করিয়াছেন)।

তিনি ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, যথা কা'বা গৃহকে খোদাতায়ালার (সম্মানিত গৃহ বলা হইয়াছে, হজরত ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীকে খোদাতায়ালার(সম্মানিত) উষ্ট্রী বলা হইয়াছে।

আরও এমাম বয়হকি উক্ত গ্রন্থের ২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সত্য সংবাদ বাহক বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার 'অজহ' আছে, উহা

তাঁহার একটী ছেফাত (গুণ), ইহার অর্থ আকৃতিজ্ঞাপক মুখমণ্ডল (চেহারা) নহে।”

কোরাণ শরিফে যে খোদাতায়ালার ''আএন' এর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কোন কোন আকায়েদ-তত্ত্ববিদ বিদ্বান্ উহার অর্থ দর্শন ও সাক্ষাৎ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য কেহ কেহ উহার অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ, আশ্রয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রে কোরাণ শরিফের উক্ত শব্দ সমন্বিত আয়ত কয়েকটির এইরূপ অর্থ হইবে,—

১ম আয়ত—“এবং অবশ্য তুমি আমার সাক্ষাতে ও তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।”

দ্বিতীয় আয়ত,— “এবং তুমি আপন প্রতিপালকের আদেশের প্রতি ধৈর্য্য ধারণ কর। কেননা নিশ্চয় তুমি আমার সাক্ষাতে বা আশ্রয়ে আছ।”

তৃতীয় আয়ত,— “উহা আমার সাক্ষাতে ও তত্ত্বাবধানে প্রবাহিত হয়।”

কোরআন হাদিছের মর্ম্মানুসারে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালার 'আএন' আছে। ইহা তাঁহার একটি ছিফাত, ইহার অর্থ চক্ষু নহে, ইহাই উৎকৃষ্ট মত। (এমাম) ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছে যে, খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে নিজেকে যে সমস্ত গুণে বিভূষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহা পাঠ করাই উহার ব্যাখ্যা, আরবী ও ফার্সিতে উহার ব্যাখ্যা করা কাহারও পক্ষে সিদ্ধ নহে।

খোদাতায়ালার দুইটি 'ইয়াদ' আছে, ইহা তাঁহার দুইটি ছেফাত, ইহা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (হস্তদ্বয়) নহে।—ঐ ২৩০ পৃষ্ঠা।

কোন কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান অন্যান্য স্থলে 'ইয়াদ' শব্দের অর্থে বলিয়াছেন যে, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ আছে,—

কোন আয়তে 'ইয়াদ' শব্দের অর্থ শক্তি। কোন আয়তে উক্ত শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও অধিকার। আবার কোন কোন স্থলে উহার অর্থ দান।

সুতরাং 'ইয়াদ' শব্দের অর্থ 'হস্ত' গ্রহণ করা সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা মহিমান্বিত খোদাতায়ালা এইরূপ- যাহার কোন অংশ হইতে পারে না অতএব ইহা স্বীকার করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই যে, উক্ত শব্দ দ্বারা— খোদাতায়ালার দুইটি ছেফাতের প্রতি লক্ষ করা হইয়াছে—যাহা আদম (আঃ) এর সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, ইহা হজরত আদম (আঃ) এর গৌরব বর্দ্ধনের কারণ হইয়াছিল। আমরা অন্যান্য হাদিছে যে 'ইয়াদ' শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমুদয়ের ভাবা প্রবাহে প্রমাণিত হয় যে, (স্থলবিশেষ) উহার অর্থ অধিকার, ক্ষমতা, অনুগ্রহ ও দান হইবে।

এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন,—'ইয়াদ' শব্দের অর্থ আমাদের মতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (হস্ত) নহে, উহা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, আমরাও সেইরূপে উহা উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু উহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টিত হই না। কোরআন ও ছহিহ হাদিছ যতটুকু প্রকাশ করিয়াছে, আমরা ততটুকু প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাই ছুন্নত জামায়াতের মজহাব।"

এমাম খাত্তাবি (খোদাতায়ালার) 'কদম' ও 'রেজ্‌ল' সমন্বিত হাদিছ সমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বিদ্বানকুলের শিরোমণি এমাম আবু ওবাএদ বলিতেন, আমরা এই হাদিছ সমূহ বর্ণনা করিয়া থাকি, কিন্তু তৎসমুদয়ের মর্ম বিকৃত করি না। আরও এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, যাহারা আমাদের অপেক্ষা বিদ্যায় সমধিক নিপুণ, বয়সে অতি প্রবীণ এবং সময়ে অধিকতর প্রাচীন ছিলেন, তাঁহারা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর না হওয়াই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, একদল লোক এইরূপ হাদিছ সমূহকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় অমূলক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু এই মতানুযায়ী উক্ত হাদিছ প্রকাশক বিদ্বানগণকে মিথ্যাবাদী বলা প্রতিপন্ন হয় যাঁহারা ইসলাম ধর্মের এমাম হাদিছ বর্ণনাকারী এবং আমাদিগের ও হজরত

নবি (সাঃ)-এর মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন। দ্বিতীয় দল উক্ত হাদিছ সমূহের বর্ণনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎসমুদয়ের স্পষ্ট মর্ম সপ্রমাণ করিবার মতাবলম্বন করিয়াছেন এই মত তাহাদিগকে প্রায় (ভ্রান্ত) মোশাব্বেহ মতের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। আমরা উপরোক্ত উভয় মত অস্বীকার করিয়া থাকি এবং উভয়ের একটি মতও পছন্দ করি না। এক্ষেত্রে যদি উল্লিখিত হাদিছগুলি সত্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় তবে তৎসমুদয়ের এরূপ মর্ম্ম সমূহ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য—যাহা ইসলাম ধর্মের মূল বিধান (আকায়েদ) ও বিদ্বানগণের মতসমূহের অনুকুল হয় এবং হাদিছ বর্ণনাও বাতীল প্রতিপন্ন না হয়।"— ঐ ২৫৪ পৃষ্ঠা।

এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, আমাদের শিক্ষকগণ এই হাদিছে মত প্রকাশ করিতে আতঙ্কিত হইতেন এই হেতু তাঁহারা উক্ত হাদিছের স্পষ্ট (অবিকল) শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতানুসারে উহার নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করেন নাই,—এতৎ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাদের জ্ঞানগোচর নহে, তাঁহারা উহার, ব্যাখ্যা করিতে বিরত থাকিতেন।

এমাম রাজি 'আছ্ছোত্তক্দিছ' গ্রন্থের ১৩৯—২৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে আকৃতিধারী কিম্বা কোন স্থানের নির্দ্দিষ্ট দিকে স্থিতিশীল বলিয়া দাবী করে, তাহাকে কাফের বলা হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে, একমতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, আর একমতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, দ্বিতীয় মতই অধিকতর প্রকাশ্য (গ্রহণীয়) মত।"

২য় মসলা

প্রশ্ন

আয়ু কম বেশী হয় কি না?

উত্তর

প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, খোদাতায়ালার এল্‌মে প্রত্যেকের আয়ু যাহা নির্দ্ধারিত আছে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। কোর-আনে ও হাদিছে ইহার অনেক প্রমাণ আছে, যথা—"কোন আত্মা আল্লাহতায়ালার অনুমতি ব্যতীত মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় না, উহা নির্দ্ধারিতরূপে লিখিত আছে।" ছুরা আল এমরান।

পবিত্র কোর-আন শরিফে ঐ সম্বন্ধে আরও বহু আয়ত উক্ত হইয়াছে, যথা—"তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে (তোমাদের মাতৃগর্ভে) সময় (মৃত্যুকাল) নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট সময় (মৃত্যুকাল) নির্দ্ধারিত আছে।"—ছুরা আন্‌য়াম।

এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য নির্দ্ধারিত সময় আছে, অনন্তর যখন তাহাদের সময় (মৃত্যুকাল) উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা এক ঘণ্টাও অগ্র পশ্চাৎ করিতে পারিবে না।" ছুরা আরাফ ও ছুরা ইউনুছ।

"যদি খোদাতায়ালা লোককে তাহাদের অত্যাচারের জন্য ধৃত করিতেন, তবে উহার (ভূখণ্ডের) উপর কোন গমনশীল প্রাণীকে ত্যাগ করিতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ দেন। অনন্তর যখন তাহাদের সময় (মৃত্যুকাল) উপস্থিত হয়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত্তকাল অগ্র ও পশ্চাৎ করিতে পারিবে না। ছুরা নহল।

"কোন উম্মত তাহাদের নির্দ্দিষ্টকালের অগ্র ও পশ্চাৎ করিতে পারিবে না।" ছুরা মোমেনুন ও হেজ্‌র।

"এবং তাহারা সত্ত্বরেই শাস্তির আকাঙ্খা করিয়া থাকে, অথচ যদি নির্দ্ধারিত (মৃত্যুর) সময় না হইত, তবে অবশ্য তাহাদিগের নিকট শাস্তি উপস্থিত হইত।"—সুরা আনকবুত।

"এবং যদি একটি কথা তোমার প্রতিপালক হইতে নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত (অবকাশ দেওয়া সম্বন্ধে) প্রকাশিত না হইত, তবে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত (শাস্তি অবতীর্ণ হইয়া যাইত)—সুরা শুয়রা।

"এবং তিনি তোমাদিগকে রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত করেন ও তোমরা যাহা দিবাভাগে উপার্জ্জন কর, তাহা তিনি অবগত আছেন, তৎপরে তিনি তোমাদিগকে উক্ত দিবসে চৈতন্য দান করেন, যেহেতু (মৃত্যুর) নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ করা হয়"।—সুরা আন্‌য়াম।

খোদাতায়ালা আত্মাসমূহকে তাহাদের মৃত্যুকালে এবং উক্ত আত্মাসমূহকে যে সমস্ত স্ব স্ব নিদ্রাকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপরে উক্ত আত্মাগুলি আবদ্ধ রাখেন—যাহাদের উপর মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অন্য আত্মাগুলিকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ত্যাগ করেন।"—সুরা জোমার।

"তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে, তৎপরে বীর্য্য হইতে তৎপরে গাঢ় রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তোমাদিগকে শিশু অবস্থায় বাহির করেন, তৎপরে (তোমাদিগকে জীবিত রাখেন) এই হেতু যে, তোমরা তোমাদের যৌবনে উপস্থিত হইতে পার, তৎপরে (তোমাদিগকে জীবিত রাখেন) এই হেতু যে, তোমরা বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতে পার ও তোমাদের মধ্যে কতক সংখ্যক ইতিপূর্বেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং (তোমাদিগকে জীবিত রাখেন) এই হেতু যে, তোমরা (মৃত্যুর) নির্দ্ধারিত কালে উপস্থিত হইতে পার।" সুরা মোমেন।

"এবং খোদাতায়ালা কোন জীবকে কখনও অবকাশ দেন না— যখন উহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়।"। সুরা মোনাফেকুন।

"খোদাতায়ালা আকাশ সমূহ ভূখণ্ড ও যাহা এতদুভয়ের মধ্যে আছে, ন্যায়ভাবে ও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই।"— সুরা রুম।

উপরোক্ত আয়তগুলিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, খোদাতায়ালা প্রত্যেক মনুষ্যের বরং প্রত্যেক বস্তুর আয়ু ও মৃত্যুকাল অথবা স্থিতি ও ধ্বংসকাল নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। ঐ বিষয়ে আরও বর্ণিত হইয়াছে—

"এবং তোমার প্রভুর নিকট এক বিন্দু পরিমাণ তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর (কোন বস্তু) ভূখণ্ডে ও আকাশে অপ্রকাশ্য নাই, কিন্তু (উহা) বর্ণনাকারী পুস্তকে, (লওহে মহফুজে) আছে।" —সুরা ইউনোস।

"এবং এরূপ কোন অদৃশ্য বিষয় আকাশ ও ভূখণ্ডে নাই—যাহা বর্ণনাকারী পুস্তকে নাই।" সুরা নমল।

"কোন বিপদ ভূখণ্ডে এবং তোমাদের আত্মাসমূহে আপতিত হয় নাই, যাহা পুস্তকে নাই। (যে পুস্তক) আমি তৎসমস্তের সৃষ্টির পূর্ব্বে (লিপিবদ্ধ করাইয়াছি)"—সুরা হাদিদ।

এবং তাঁহার নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্চিকাসমূহ আছে, তিনি ব্যতীত (কেহ) উহা অবগত নহেন। যাহা স্থলে ও সমুদ্রে আছে, তাহা তিনি অবগত আছেন। কোন বৃক্ষ পত্র পতিত হয় না—যাহা তিনি অবগত নহেন। কোন বীজ ভূগর্ভের অন্ধকারে নাই, এবং কোন আর্দ্র শুষ্ক (বস্তু) নাই, যাহা বর্ণনাকারী পুস্তকে নাই।"— সুরা আনয়াম।

"আমি পুস্তকে কোন বিষয় (লিপিবদ্ধ করাইতে) ত্রুটি করি নাই।"—ঐ।

উপরোক্ত আয়তসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, খোদাতায়ালা মনুষ্যের নির্দ্দিষ্ট আয়ু ও মৃত্যুকালের বিষয় জগৎ সৃষ্টির লওহো মহফুজ (সুরক্ষিত-ফলক) নামক মহাপুস্তক লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছেন। পবিত্র হাদিস গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হইয়াছে,—

"তকদির (অদৃষ্টে) যে আয়ু উপজীবিকা ইত্যাদি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদ্বিপরীতে উহা কম বেশী হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ এই হাদিস—(হজরত) নবি (সাঃ)-এর সহধর্ম্মিণী উম্মে হবিবা

(রাঃ) বলিয়াছিলেন,—"খোদা, আমার স্বামী রছুলোল্লাহ্ (সাঃ) আমার পিতা আবু সুফ্ইয়ান ও আমার ভ্রাতা মোয়াবিয়া (রাঃ) কর্ত্তৃক আমাকে লাভবান কর।" ইহাতে হজরত নবি (সাঃ) বলিলেন, "তুমি খোদার নিকট নির্দ্ধারিত আয়ু, গণিত সময় ও নির্দ্দিষ্ট উপজীবিকার জন্য যাচ্ঞা করিলে। তিনি উহার সময়ের অগ্রে কখনও কোন বস্তু প্রেরণ করিবেন না এবং কোন বস্তুকে (উপযুক্ত) সময় হইতে বিলম্বে প্রেরণ করিবেন না।"—ছহিহ্ মোসলেম, দ্বিতীয় খণ্ড—৩৩৮ পৃষ্ঠা।

এমাম নাবাবি, উক্ত গ্রন্থের টীকার ৩৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— "এই হাদিসে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে যে, আয়ু ও উপজীবিকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, খোদা যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তিনি অনাদি কাল হইতে উহা অবগত আছেন, উহার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। মাজুরি বলিয়াছেন, অকাট্য প্রমাণ সমুহের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় খোদাতায়ালা আয়ু ও উপজীবিকা ইত্যাদি অবগত আছেন যখন খোদাতায়ালা অবগত আছেন যে, জয়েদ একশত বৎসরে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, তখন ইহার পূর্ব্বে বা পরে তাহার মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, নচেৎ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ হওয়ার গুণটি লোপ পাইবে, কাজেই খোদাতায়ালা আয়ুর সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত আছেন, তাহার কম বেশী হওয়া সম্ভব নহে। যে হাদিসে আয়ু বৃদ্ধির কথা আছে, নিশ্চয়ই উহার এইরূপ অর্থ হইবে যে, খোদাতায়ালার এল্‌মে অনাদি কাল হইতে একই প্রকার আয়ু নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু হজরত আজরাইল কিম্বা মৃত্যুর মোয়াক্কেল ফেরেশতা উহা নির্দ্দিষ্টভাবে অবগত হইতে পারেন নাই। অথবা লওহো মহ্‌ফুজে উহা নির্দ্দিষ্টভাবে লিখিত হয় নাই, এই হেতু উহার কম বেশী হওয়া অনুমিত হয়। ইহা কোরান শরিফের কোন কোন আয়তের প্রকাশ্য অর্থ। কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের মত এই যে, নিহত ব্যক্তি আপন নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকালেই মৃত প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে মো'তাজেলা নামক (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়েরা বলিয়া থাকে যে, তাহার আয়ু কম হইয়া যায়।"

উক্ত টীকার, ৩১৫ পৃষ্ঠায় আরও বর্ণিত হইয়াছে, হাদিসে উল্লিখিত আছে যে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। ইহাতে এই একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়ু ও উপজীবিকা যখন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন উহার হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ কোরান শরিফে আছে,— "যে সময় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কাল (মৃত্যুকাল) উপস্থিত হয়, তাহারা এক মুহূর্তে পশ্চাৎ ও অগ্র করিতে পারিবে না।" বিদ্বানগণ উহার কয়েক প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকৃত উত্তর এই —আয়ু বৃদ্ধির অর্থ এই যে, তাহার আয়ুতে বরকত হইবে, সেই ব্যক্তি সৎকার্য্য করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, পরকালের ফলদায়ক বিষয় সম্পন্ন করিতে তাহার সময় অতিবাহিত হইবে এবং সে ব্যক্তি অসৎকার্য্য সমূহ হইতে বিরত থাকিবে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ফেরেশতাগণ অবগত হয়েন কিম্বা লওহো-মহফুজে লিখিত আছে যে, যদি অমূক ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করে, তবে একশত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইবে, নচেৎ ষাইট বৎসর আয়ু পাইবে, কিন্তু নিশ্চয় খোদাতায়ালা অবগত আছেন যে, সে ব্যক্তি, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে কিনা বা কত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইবে। ইহাই প্রকৃষ্ট মীমাংসা, এ ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা যাহা অবগত আছেন এবং যাহা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার বেশী হওয়া অসম্ভব, কিন্তু ফেরেশতাগণ প্রকৃত অবস্থা অনবগত থাকায় উহা বেশী হওয়ার ধারণা করেন, ইহাই হাদিসের মর্ম্ম। তৃতীয় উত্তর এই যে, হাদিসের প্রকৃত অর্থ এই যে, এইরূপ ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেও তাহার সুখ্যাতি জগতে প্রকাশমান থাকিবে—যেন সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কাজী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দুর্ব্বল কিম্বা বাতীল অর্থ।

দ্বিতীয় খণ্ড সহিহ মোস্‌লেমের টীকা, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে— 'তকদির পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহা খোদাতায়ালার

এল্‌মে নিহিত আছে, লওহো-মহফুজে উহার লিখন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, উক্ত অদৃষ্ট লেখক লেখনী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, উহার হ্রাস বৃদ্ধি অসম্ভব। হাদিসে আছে যে, খোদাতায়ালা জগদ্বাসীদিগের তকদির, আকাশ সমূহ ও ভূখণ্ড সৃষ্টির ৫০ সহস্র বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদ্বানগণ বলিয়াছে, উক্ত হাদিসে লওহো-মহফুজে (তকদির) লিখিত হওয়ার সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আসল তকদিরের কথা নহে, কেননা ইহা অনাদি, ইহার আদি নাই।"

এমাম এবনে হাজার 'ফৎহোল-বারির' টীকায় দশম খণ্ডে লিখিয়াছেন,—"(এমাম) এবনোত্তিন বলিয়াছেন—"কোরআন শরিফে আছে, যখন তাহাদের সময় (মৃত্যুকাল) উপস্থিত হয়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত্ত অগ্র ও পশ্চাৎ করিতে পারে না।" উপরোক্ত আয়ু বৃদ্ধি হওয়া সংক্রান্ত হাদিসটি এই আয়তের বিপরীত মর্মবাচক, কাজেই উক্ত বিরোধ ভঞ্জন দুই প্রকারে হইতে পারে, প্রথম এই হাদিসের প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহার আয়ুতে বরকত হইবে, তাহাকে এবাদত করার সুযোগ দেওয়া যাইবে, পরকালের লাভজনক বিষয়ে তাহার সময় অতিবাহিত হইবে, তাহার আয়ু বৃথা নষ্ট হইবে না, তাহার এল্‌ম দ্বারা মরনান্তে তাহার উপকার সাধিত হইবে, চিরস্থায়ী দান করিতে তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে এবং তাহার সৎসন্তান জগতে থাকিবে। দ্বিতীয় এই যে, আয়ুর মোয়াক্কেল ফেরেশতার পক্ষে এইরূপ কথিত হইয়াছে, কিন্তু খোদাতায়ালার এল্‌মে যে আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে উহা কম, বেশী হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে কথিত হয় যে, কোন ফেরেশতাকে বলা হয় যে, যদি এই ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করে, তবে একশত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইবে, আর যদি তাহাদের অসদ্ব্যবহার করে, তবে যাট বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত, কিন্তু সে ব্যক্তি আত্মীয়দের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা খোদাতায়ালা অবগত আছেন, কাজেই খোদাতায়ালার এল্‌মের হিসাবে তাহার মৃত্যু অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে না,

ফেরেশতার জ্ঞানের হিসাবে কম বেশী হওয়া অনুমিত হয়। প্রথম মর্মটি হাদিছের এবং শব্দের সহিত বেশি মিল রাখে। আল্লামা তিবি বলিয়াছেন, প্রথম মর্মটি বেশী যুক্তিযুক্ত। ফায়েক প্রণেতার কথাতেও এই মতটি সমর্থিত হয়।" ৩২০-৩২১ পৃষ্ঠা।

উক্ত গ্রন্থের ১১শ খণ্ডের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে,—"যে তক্দির খোদাতায়ালার এল্মে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। রক্ষক ও মোয়াক্কেল ফেরেশতাগণের এল্মে উহার হ্রাস বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।"

"তকদির কয়েক প্রকার, প্রথম যাহা খোদাতায়ালার এল্মে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, শেষে যাহা মাতৃ-উদরে সন্তানের জন্য নির্দ্ধারিত হয়, ইহা পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। সহিহ্ মোসলেমে যে আকাশ ও ভূতল সৃষ্টির ৫০ সহস্র বৎসর পূর্বে জগদ্বাসীদিগের তকদির লিখিত হইবার কথা আছে, উহা খোদাতায়ালার এল্মের অনুরূপ—যে তকদির লওহো-মহফুজে লিখিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।" পূর্বোক্ত টীকা গ্রন্থের ৩৯৪ পৃষ্ঠা।

"এবনে জওজি বলিয়াছে খোদাতায়ালার এল্ম অনাদি, তিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অনাদি কাল হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু উহা পৃথক পৃথক সময়ে লিখিত হইয়াছে। সহিহ্ মোস্লেমে আকাশ ও ভূখণ্ড সৃষ্টির ৫০ সহস্র বৎসর পূর্বে তক্দির লিখনের কথা আছে এবং আদম (আঃ)-এর ঘটনাবলী তাঁহার সৃষ্টির ৪০ বৎসর পুর্ব্বে যে লওহো-মহফুজে অথবা তওরাতে কিম্বা তওরাতের ফলকে লিখিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্ম-মূল তকদির লিখন নহে, যেহেতু ইহা অনাদি, খোদাতায়ালা মনুষ্যের তকদির অনাদি কাল হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।"—ঐ ৪০৯ পৃষ্ঠা।

এমাম নাবাবি, সহিহ্ মোস্লেমের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন,— "অদৃষ্ট নির্দ্ধারণের মর্ম এই যে, উহা লওহো-মহফুজে কিম্বা তওরাত গ্রন্থে

অথবা তওরাতের ফলকে লিখিত আছে, ইহার অর্থ মূল তকদির নহে, যেহেতু আল্লাহতায়ালার এল্ম এবং যাহা তিনি মনুষ্যদিগের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ও ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা অনাদি, তাহার আদি নাই।"—৩৩৫ পৃষ্ঠা।

আল্লামা বদরুদ্দিন সহিহ বোখারি গ্রন্থের টীকা আয়নির ১০ম খণ্ডে লিখিয়াছেন, "উক্ত আয়ু বৃদ্ধি সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করার পরে তিনি লিখিয়াছেন, যদি তুমি বল যে, এই হাদিছের কিরূপ অর্থ হইবে? মৃত্যুকাল ও উপজীবিকা ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহার (প্রত্যেকটির) হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। কোর-আন শরিফে আছে,—"যে সময়ে তাহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে, তাহারা এক মুহূর্ত্তকাল অগ্র ও পশ্চাৎ করিতে পারিবে না।" তবে এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, প্রথম এই যে, (উক্ত হাদিছোল্লিখিত) আয়ু বৃদ্ধির প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, উক্ত ব্যক্তিকে এবাদত করার ক্ষমতা প্রদান করতঃ এবং উক্ত আয়ু বৃথা নষ্ট করা হইতে রক্ষা করতঃ তাহার আয়ুতে বরকত প্রদান করা হইবে। দ্বিতীয় আয়ুর মোয়াক্কেল ফেরেশতার এলমের হিসাবে কিম্বা লওহো-মহফুজের স্পষ্ট লিখন অনুযায়ী উক্ত আয়ুর কম বেশী হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা সংঘটিত হইবে, তাহা খোদাতায়ালা জ্ঞাত আছেন, অতএব খোদাতায়ালার (এলমের) হিসাবে উহা কম বেশী হইতে পারে না। কোন কোন বিদ্বান উক্ত হাদিছের মর্ম্মে বলেন যে, এইরূপ ব্যক্তির দ্বারা ফলদায়ক এরূপ এল্ম, স্থায়ী দান ও সৎবংশ জগতে থাকিবে যে, তৎসমুদয়ের দ্বারা তাহার সুযশঃ তাহার পরে প্রকাশিত থাকিবে—যেন, সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই।"—৩৩১ পৃষ্ঠা।

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরে ৪র্থ খণ্ডে লিখিয়াছেন, "খোদাতায়ালা প্রত্যেকের মৃত্যু এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,

অর্থাৎ তিনি উক্ত সময়ে মৃত্যুসংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন।"—৯ পৃষ্ঠা।

আরও তিনি উক্ত তফছিরের ৩য় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় একটী আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, নিহত ব্যক্তি তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। উক্ত আয়তে যে নির্দ্ধারিত পুস্তক কেতাব) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—যাহাতে মৃত্যুকাল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, উহা 'লওহো-মহফুজে' (সুরক্ষিত ফলক) নামে অভিহিত। হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, খোদাতায়ালা কলম (লেখনী) কে লিখিতে আদেশ করিলেন, ইহাতে কলম কেয়ামত অবধি যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, সমস্ত ঘটনাই খোদাতায়ালার নিকট প্রকাশিত হওয়া অনিবার্য্য, সৃষ্টি, উপজীবিকা, মৃত্যুকাল সৌভাগ্য ও দুরদৃষ্ট ইত্যাদি জগতের সমস্ত ঘটনা 'লওহো-মহফুজে' লিখিত অনিবার্য্য। যদি কোন ঘটনা খোদাতায়ালার এল্‌মের বিপরীত সংঘটিত হয়, তবে খোদাতায়ালার এল্‌ম ও অভিজ্ঞতা উক্ত (সুরক্ষিত) পুস্তক অসত্যে পরিণত হইবে। এতদুভয়ের প্রত্যেকটি অসম্ভব।

তফছিরে বয়জবি ১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে রুহোল-বায়ান, ৩।৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে— "খোদার এল্‌ম ও তক্‌দিরে প্রত্যেক জীবের জন্য মৃত্যু নির্দ্ধারিত আছে, উহার এক মুহূর্ত্তে ও অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে না।

তফসিরে মুনির ১ম খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অগ্রে মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে না এবং সময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই মৃত্যু খণ্ডন হইবে না।" মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী সাহেব ২৯শ পারার তফসিরে, ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— "প্রত্যেকের মৃত্যুকাল খোদার নিকট নির্দ্দিষ্ট আছে, খোদার নির্দ্দিষ্ট সময় নিশ্চিত ও অখণ্ডনীয়, উহার অন্যথা হইতে পারে না। যদি উক্ত মৃত্যুকাল

দুই সময়ের মধ্যে মোয়াল্লাক থাকে, তবে উভয় সময়ের মধ্যে কোন সময়ে সংঘটিত হইবে, খোদার এল্‌মে নিশ্চিত ও নির্দ্ধারিত আছে, কাজেই প্রত্যেক অবস্থায় উহার নির্দিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। উক্ত মৃত্যু নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রম করিতে পারে না, কেননা খোদার এল্‌মের বিপরীত কোন কার্য্যই ঘটিতে পারে না। হজরত নুহ (আঃ)-এর স্বজাতীয় দলের তকলীদ এই ভাবে মোয়াল্লাক ছিল যে যদি তাহারা হজরত নুহ (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও এবাদত পরহেজগারী করে, তবে প্রাকৃতিক রীতি অনুসারে পৃথক পৃথক সময়ে প্রত্যেকের মৃত্যু হইবে। আর যদি তাহারা কাফেরী ও এনকার করে, অথচ হজরত নুহ (আঃ) তাহাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন, তবে সকলকে একই সময়ে মহাপ্লাবনে বিনষ্ট করা হইবে। কিন্তু খোদাতায়ালার এল্‌মে এই শেষ সময়ে তাহাদের মৃত্যু নির্দ্ধারিত ছিল। আরও এই আয়তের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, যদি তোমরা এবাদত, পরহেজগারি ও হজরত নুহ (আঃ)-এর অনুসরন কর, তবে খোদাতায়ালা তোমাদের নির্দিষ্ট মৃত্যুকাল অবধি দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অন্যান্য বিপদ হইতে তোমাদিগকে নিরাপদে রাখিবেন। অন্যথায় তোমরা মহা বিপদে নিপতিত হইবে, কিন্তু প্রত্যেক অবস্থায় নির্দিষ্ট মৃত্যু অখণ্ডনীয়। মূল কথা এই যে, এবাদত পরহেজগারী ও পয়গম্বরগণের আনুগত্য বিপদমুক্ত করিতে পারে কিন্তু মৃত্যু খণ্ডন করিতে পারে না, যেহেতু খোদার নির্দিষ্ট মৃত্যুকাল অখণ্ডনীয়।

তফসিরে মায়ালেম ও খাজেনের উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে,—"যদি তোমরা (উম্মতেরা) এবাদত, পরহেজগারি ও হজরত নুহ (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার কর, তবে খোদাতায়ালা অবিলম্বে তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রদান করিবেন না।"

তফসিরে জোমালে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে,'উক্ত আয়তের অর্থ এই যে, যদি তোমরা ইমান আন, তবে খোদাতায়ালা তোমাদের

শেষ সময় পর্য্যন্ত শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন, যদিও তোমাদের কর্ত্তৃক কোন পাপ সংঘটিত হয়, তবে অন্যান্য কাফের উম্মতের ন্যায় তোমাদিগকে পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করিবেন না।"

তফসিরে আজিজির ঐ খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

"যদি কেহ বলেন যে, হাদিসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, খোদাতায়ালা হজরত আদম (আঃ)-এর সমক্ষে তাঁহার বংশধরগণকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি হজরত দাউদ (আঃ)-কে সমধিক পছন্দ করেন এবং খোদার নিকট তাঁহার আয়ুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে এতৎশ্রবণে হজরত আদম (আঃ) নিজের ৪০ বৎসর আয়ু তাঁহাকে দান করেন, ইহাতে হজরত দাউদ (আঃ)-এর বয়স ১০০ বৎসরে পরিণত হইল। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, আয়ু বৃদ্ধি হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, হজরত দাউদ (আঃ)-এর তকদীরে মোয়াল্লাক এইভাবে লিখিত ছিল যে, যদি হজরত আদম (আঃ) হজরত দাউদ (আঃ)-কে ৪০ বৎসর আয়ু প্রদান করেন, তবে শেষোক্ত নবির আয়ু ১০০ বৎসর হইবে। কিন্তু ইহাই খোদার নির্দিষ্ট আয়ু।"

তফসিরে মোনির, ১ম খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

"খোদাতায়ালার নিকট দুই খণ্ড কেতাব আছে একখণ্ড কেতাব ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক মনুষ্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ইহা পরিবর্ত্তনশীল। দ্বিতীয় খণ্ড লেখনী কর্ত্তৃক লওহো-মহফুজে লিখিত হইয়াছে, ইহা পরিবর্ত্তনশীল নহে।

তফসিরে কবির, ৫ম খণ্ড ২১৬।২১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

"উম্মোল-কেতাবের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম অর্থ লওহো-মহফুজ, ইহাতে উভয় জগতের ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে খোদার নিকট দুই প্রকার কেতাব আছে, এক প্রকার ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক মনুষ্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, উহা পরিবর্ত্তনশীল, ২য় লওহো-মহফুজ, উহাতে উভয় জগতের সমস্ত ঘটনা নির্ণয় করা হইয়াছে, উহা পরিবর্ত্তনশীল নহে। উম্মোল কেতাবের দ্বিতীয় অর্থ খোদার এল্‌ম, তিনি সমস্ত সৃষ্ট ও গুপ্ত

বিষয়ের তত্ত্ব অবগত আছেন, যদিও উক্ত পদার্থ সমূহ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু খোদার এল্‌ম পরিবর্ত্তনশীল নহে, ইহা নিত্য স্থায়ী।

তফসিরে রুহোল-বায়ান, ২য় খণ্ড, ২৫২।২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, খোদাতায়ালার নিকট উম্মোল-কেতাব। (মুলগ্রন্থ) আছে, অর্থাৎ খোদার নিকট কেতাবে মূল আছে, যাহার কিছুই পরিবর্ত্তনশীল নহে, উহা অনাদিকাল হইতে লিখিত আছে এবং উহা তাঁহার অনাদি অনন্ত এল্‌ম। তিনি উক্ত এল্‌ম কর্ত্তৃক বিনা কম-বেশী প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক অবস্থা অবগত আছেন। প্রত্যেক বিষয় তাঁহার নিকট পরিমিত, ইহাই প্রথম লওহো-মহফুজ। লওহো-মহফুজ দুই প্রকার, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রকাশ্য ফলক পরিবর্ত্তনশীল, ইহা এই আয়তের অর্থ। অপ্রকাশ্য ফলক পরিবর্ত্তনশীল নহে। বিদ্বানগণ লওহের ব্যাখ্যায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা লোহিত ইয়াকুত হইতে নির্ম্মিত, ইহা প্রকাশ্য ফলক। কিন্তু খোদাতায়ালার অনাদি এল্‌ম অপ্রকাশ্য যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে। মূল কথা এই যে, খোদাতায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আয়ু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা কিছুতেই কমবেশী হইতে পারে না। লওহো-মহফুজে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা কম বেশী হয় কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম এবনে- হাজার, এমাম রাজি ও তফরিসে মোনির লেখক বলেন,— লওহো-মহফুজে প্রত্যেকের আয়ু খোদার এল্‌মের অনুরূপে নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে, উহা পরিবর্তনশীল নহে।" পক্ষান্তরে এমাম নাবাবি, আল্লামা আলুছি বলেন যে, লওহো-মহফুজে কোন কোন লোকের আয়ু অনির্দ্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ লিখিত আছে, ইহা পরিবর্ত্তনশীল।

মাতৃগর্ভে সন্তানের অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ফেরেশতাগণকে আয়ুর পরিমাণ অবগত করান হয়, ইহাতে কোন কোন লোকের আয়ু অনির্দ্দিষ্টভাবে লিখিত হয়, ইহা সকলের মতেই পরিবর্ত্তনশীল। পাঠক! উপরোক্ত প্রমাণ সমুহে বিশদ ভাবে প্রমাণিত হইল যে, ফেরেশতাগণের এলমে অথবা লওহো-মহফুজে কিম্বা মাতৃগর্ভে লিখিত অদৃষ্টের কোন কোন লোকের আয়ু নির্দিষ্ট হইলেও, খোদা প্রত্যেকের যে আয়ু নির্দিষ্ট করিয়াছেন,

তাহা পরিবর্তনশীল নহে। অতএব মূল তক্দির অনুযায়ী কাহারও আয়ু কম বেশী হইতে পারে না, ইহাই সুন্নত জামাতের সুপ্রতিষ্ঠিত মত।

৩য় মসলা

মসজিদে-জেরার কাহাকে বলে? মসজিদে-জেরারে নামাজ পড়া জায়েজ কি না? সুদের টাকায় যে মসজিদ বা ঈদগাহ প্রস্তুত করা হয়, উহাতে নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

কোরআন শরিফের সুরা তাওবাতে উল্লিখিত আছে,—

و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل ط و ليحلفن ان اردنا الا الحسنى ط و الله يشهد انهم لكذبون لا تقم فيه ابدا ط لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ط فيه رجال يحبون ان يتطهروا ط و الله يحب المتطهرين ☆

'আর যাহারা ক্ষতি করার, কাফেরির, ইমানদারগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্বে আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা প্রতীক্ষা করার জন্য একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছে এবং অবশ্য অবশ্য তাহারা শপথ (কছম) করিয়া থাকে যে আমরা উত্তম ধারণা ব্যতীত পোষণ করি নাই, আর আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যে, নিশ্চয় নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। তুমি কখনও উক্ত মসজিদে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হইও না। অবশ্য যে মসজিদটি প্রথম দিবস পরহেজগারির ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে, তোমার পক্ষে উহাতে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। উহাতে কতকগুলি লোক আছেন, যাহারা পাক হইতে ভালবাসেন, আর আল্লাহ পাক লোকদিগকে ভালবাসেন।"

উক্ত আয়তের নাজিল হওয়ার কারণ এই যে, জনাব নবি করিম (ছাঃ)-এর মদিনা শরিফে আগমন করার পূর্বে খজরজ সম্প্রদায়ের একজন তওরাত ইঞ্জিল তত্ত্ববিদ আবু আমের নামীয় খ্রীষ্টান উক্ত হজরতের লক্ষণ ও গুণাবলী মদিনাবাসীদিগের নিকট প্রকাশ করিত। যখন হজরত নবি (ছাঃ) হেজরত করিয়া মদিনা শরীফে যান, তখন তথাকার অধিবাসীগণ উক্ত আবু আমেরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া হজরতের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া পড়িলেন, ইহাতে আবু আমেরের সম্মানের লাঘব ও কার্য্যের অবনতি ঘটিল। এই হেতু তাহার মধ্যে দ্বেষ হিংসার ভাব জাগিয়া উঠিল এবং মদিনাবাসীদিগকে উক্ত হজরতের মত স্বীকার করিতে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। সেই সময় মদিনাবাসীগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি ইতিপূর্ব্বে উক্ত হজরতের প্রশংসা করিয়াছ, এখন কি জন্য তাঁহার মতাবলম্বন করিতে বাধা প্রদান করিতেছ? আবু আমের উত্তরে বলিল, সেই প্রশংসিত শেষ নবি অন্য লোক, ইনি তাঁহার তুল্য অন্য একজন লোক বলিয়া বোধ হয়। যখন হজরত উক্ত খ্রীষ্টান পণ্ডিতকে ডাকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন সে নিজের পদ-মর্য্যাদার খাতিরে উহা অস্বীকার করিল এবং অবাধ্যতা ও শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হইল। আরও বলিতে লাগিল, আপনি যে ধর্ম প্রচার করিতেছেন উহা নিকৃষ্ট মত। হজরত বলিলেন, আমি ইব্রাহিমী হানীফী দ্বীন প্রচার করিতেছি, আবু আমের বলিল, আমি উক্ত দ্বীনের উপর আছি। হজরত বলিলেন, তুমি উক্ত দ্বীনের উপর নও। আবু আমের বলিল, আমি উক্ত দ্বীনের উপর আছি, আপনি উক্ত দ্বীনের সহিত অন্যান্য বিষয় যোগ করিয়াছেন। হজরত বলিলেন, আমি এরূপ করি নাই, বরং উহা এরূপ পাক পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রচার করিয়াছি, যাহাতে বাতীল মতের লেশ মাত্র নাই। আবু আমের বলিল, আল্লাহতায়ালা যেন মিথ্যাবাদীকে বিদেশে একা মারিয়া ফেলেন। তখন হজরত আমীন পড়িলেন এবং উক্ত খ্রীষ্টানকে ফাছেক নামে অভিহিত করিলেন। অবশেষে হোনায়েন যুদ্ধের দিবস হাওয়াজেন সম্প্রদায় পরাজিত হইলে, ফাছেক আবু আমের শামের

দিকে পলায়ন করিল এবং মোনাফেকদিগকে বলিয়া পাঠাইল যে, তোমরা খাদ্য ও অস্ত্র ইত্যাদি যুদ্ধ সম্ভার সংগ্রহ কর এবং আমার জন্য একটি মসজিদ প্রস্তুত কর। আমি রূমের কয়ছরের (রাজার) নিকট যাইতেছি, আমি তথা হইতে একদল সেনা আনয়ন করিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণকে মদিনা শরিফ হইতে বাহির করিয়া দিব। ইহাতে বারজন মোনাফেক 'কাবা' মসজিদের পার্শ্বে একটি মসজিদ প্রস্তুত করিল এবং হজরত যে সময় তবুক যুদ্ধের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাহারা উক্ত হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা শীত ও বর্ষাকালে রাত্রিতে নামাজ পড়ার জন্য এবং দুর্ব্বল ও বৃদ্ধদিগের সুবিধার জন্য একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছি, আমাদের আশা ও আকাঙ্খা এই যে, আপনি আমাদের কোবাতে উপস্থিত হইয়া উক্ত মসজিদে আমাদের সহিত নামাজ পড়িয়া আমাদের জন্য বরকতের দোয়া করিবেন। হজরত বলিলেন, এখন আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এ সময় তথায় যাইতে পারিব না, অবশ্য তবুক যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার পরে তোমাদের মসজিদে নামাজ পড়িতে উপস্থিত হইব। হজরত তবুক হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদিনা শরিফের নিকটস্থ 'জুআওয়ান' নামক স্থানে উপস্থিত হইলে উক্ত মোনাফেকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে 'কোবাতে' যাওয়ার জন্য আবেদন করিল। হজরত ওয়াদা পূর্ণ করার ধারণায় গোলামের নিকট পিরহান তলব করিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়ত নাজিল করিয়া মসজিদে জেরার ও উহা প্রস্তুত করা উদ্দেশ্যগুলি হজরতকে অবগত করাইয়া দিলেন। তখন হজরত মালেক বেনে দাখলাম, মায়ান বেনে আদি, আমের বেনে ছাকান এবং অহশিকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা উক্ত অত্যাচারী দলের মসজিদের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত মসজিদটি ভাঙ্গিয়া ফেল ও জালাইয়া দাও। তাঁহারা হজরতের হুকুম অনুযায়ী তাহাই করিয়া উক্ত স্থানটি আবর্জ্জনা নিক্ষেপের স্থান করিলেন। আবু-আমের একা শামদেশে

প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহাই আয়তের নাজিল হওয়ার কারণ।

এমাম রাজি বলেন, এস্থলে খোদাতায়ালা চারি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, অধিকাংশ তফছির কারক বলিয়াছেন, প্রথম বিষয়ের অর্থ এই যে, বারজন মোনাফেক মসজিদে কোবার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদটি প্রস্তুত করিয়াছিল। হজরত এবনে আব্বাছ উহার অর্থে বলিয়াছেন যে, তাহারা মুসলমানগণের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিষয়ের অর্থ এই যে, তাহারা হজরত ও তাঁহার প্রচারিত ইসলাম অস্বীকার করার বা হজরতের নিন্দাবাদ করার উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল। তৃতীয় বিষয়ের অর্থ এই যে, তাহারা মুসলমানদিগের দল বিভাগ করার উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল। চতুর্থ যে আবু আমের আল্লাহ ও রছুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহার বাসস্থান স্থির করার উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল।

তফছির মায়ালেমে আছে,—

قال عطاء لما فتح الله على عمر رضى الله عنه الامصار امر
المسلمين ان يبنوا المساجد و امرهم ان لا يبنوا فى مدينتهم
مسجدين يضار احدهما الاخر ☆

"আতা বলিয়াছেন, যে সময় খোদাতায়ালার মর্জ্জিতে বহু শহর (হজরত) ওমারের (রাঃ) অধিকারভুক্ত হইল, সেই সময় তিনি মুসলমানগণকে মসজিদ প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, যেন তাঁহারা নিজেদের শহরে এরূপ দুইটি মসজিদ প্রস্তুত না করেন যে, একটী অপরটীর ক্ষতিকারক হয়।

তফছিরে আহমদীতে আছে,—

فالعجب من المشائخين المتعصبين فى زماننا يبنو فى كل
ناحية مسجدا طلبا للاسم و الرسم و استعلاء لشانهم و اقتداء بآ
بائهم و لم يتاملوا مافى هذه الاية و القصة من شناعة حالهم ☆

বর্ত্তমান জামানার স্বার্থ পর বিদ্বানগণের অবস্থা দেখিয়া আশ্চার্য্যন্বিত হইতে হয়, যেহেতু তাহারা নাম গৌরব লাভ উদ্দেশ্যে পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করার ধারণায় ও নিজেদের পিতৃগণের অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক স্থানে এক একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং এই আয়ত ও ঘটনায় তাহাদের যে দুষিত অবস্থার (কথা) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য করেন না।

তফছির মাদারেক ও তফছির আহমদীতে আছে,—

كل مسجد بنى مباهاة اورياء او سمعة او لغرض سوى ابتغاء
وجه الله او بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد الضرار ☆

"যে কোন মসজিদ গৌরব লাভ করার ও লোককে দেখাইবার বা শুনাইবার উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কিম্বা হারাম অর্থ দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, উহা মসজিদে-জেরার মধ্যে গণ্য হইবে।

মূল কথা মুসলমানগণের ক্ষতি করার বা কোন মসজিদের ক্ষতি করার নিয়তে (ধারণায়) কিম্বা মুসলমানগণের মধ্যে দল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বা হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া বা গৌরব লাভ উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ প্রস্তুত করিলে উহা মসজিদে জেরার হইবে এইরূপ হারাম অর্থ দ্বারা বা অন্যের জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতীত মসজিদ প্রস্তু করিলে, উহা মসজিদে জেরারের হুকুমে দাখিল হইবে। মসজিদে জেরারে নামাজ পড়িলে গোনাহ্ কবিরা হইবে। রদ্দোল-মোহতার, ১।২৭৬ পৃষ্ঠায়।

"ওয়াকেয়া নাতেফিতে আছে, যদি কেহ শহরের চারিদিকস্থ

প্রাচীরের উপর মসজিদ প্রস্তুত করে, তবে উহাতে নামাজ পড়া অনুচিত, কেননা উহা সাধারণের হক, কাজেই উহা বিশুদ্ধ আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য হইল না। এইরূপ কাড়িয়া লওয়া জমির উপর মসজিদ প্রস্তুত করিলে, উহাতে নামাজ পড়া অন্যায়। সুলতান নুরদ্দিন সহিদ দেমাস্ক শহরে যে ময়দানটি মোছাফেরগণের অক্‌ফ করিয়া গিয়াছিলেন, উক্ত জমিতে যে মাদ্রাসার ছোলায়মানিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা অক্‌ফকারীর শর্তে বিপরীত হইয়াছে, কাজেই উক্ত মাদ্রাসাতে নামাজ পড়া এক রওয়াএত অনুযায়ী মক্‌রূহ্‌ তহরিমি এবং অন্য রেওয়াএত অনুযায়ী নাজায়েজ, ইহা জামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, হারাম টাকায় প্রস্তুত মসজিদ বা ঈদ্‌গাহে বা হারাম জমিতে প্রস্তুত মসজিদ বা ঈদগাহে নামাজ পড়িলে, ফরজ ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু ইহাতে নামাজ মকরূহ্‌ তহরিমি হইবে।

প্রশ্ন

যদি এক মছজিদে হানাফী ও মোহাম্মদী দুইদল লোক নামাজ পড়িয়া থাকেন, উভয় দলের মধ্যে অনেক সময় কলহ্‌ ফাছাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি হানাফী জামাতের লোকেরা ফাছাদ ও কলহ্‌ হইতে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে আর একটি মসজিদ প্রস্তুত করে, তবে উক্ত মসজিদে জেরারের মধ্যে গণ্য হইবে কিনা ?

উত্তর

এই মসজিদটি মসজিদে জেরার নহে, এস্থলে ফাছাদ করার উদ্দেশ্য মসজিদটি প্রস্তুত করা হয় নাই, বরং ফাছাদ না হওয়ার উদ্দেশ্য মসজিদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, কাজেই ইহা মসজিদে-জেরার হইবে না। মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের মজমুয়া ফাতওয়া, ১।১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪র্থ মসলা

প্রশ্ন ঃ— হারাম টাকায় প্রস্তুত মসজিদের বা ইদগাহের পাক করার কোন উপায় আছে কিনা?

উত্তর — উপরোক্ত ঘরটি বা ইদগাহটি প্রকৃত পক্ষে মসজিদ বা ইদগাহ নহে যদি উহার প্রস্তুতকারী বা তাহার ওয়ারেছগণ কোন লোকের নিকট উহা বিক্রয় করে এবং খরিদার হালাল টাকা দ্বারা উহা খরিদ করে তৎপরে সেই খরিদার উহা খোদার পথে অকৃফ করিয়া দেয়, তবে উক্ত মসজিদ বা ইদগাহ পাক হইবে এবং অবাধে উহাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। মজমুয়া ফাতওয়া লাক্ষ্ণৌবি ৩।৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫ম মসলা

প্রশ্ন—(১) গভর্ণমেন্টের আইন অনুসারে জবরদস্তিভাবে দেনা-দারের বিনা সম্মতি ও অনুমতি তাহার সম্পত্তি নিলাম করা হয়, তাহার পাঁচ শত টাকার দেনার পরিবর্ত্তে হাজার টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়, যদি দেনাদারকে উহা বিক্রয় করিয়া নিজের দেনা পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হইত, তবে সে তাহাই করিতে রাজি হইত তাহাকে এইরূপ সুযোগ না দিয়া তাহার অমতে এইরূপ নিলাম করা হয় এইরূপ নিলামি সম্পত্তি খরিদ করা জায়েজ হইবে কিনা? ইহাতে শরিয়ত অনুসারে খরিদারের স্বত্ত্ব (মেলক) সাব্যস্ত হইতে পারে কি না?

(২) যদি দেনাদার নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে, তবে শরিয়তের কাজি উহা বিক্রয় করিয়া তাহার দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন কিনা?

উত্তর—

(১) এইরূপ নিলামি সম্পত্তি খরিদ জায়েজ নহে, খরিদারের পক্ষে শরিয়ত অনুসারে উহাতে সত্ত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে না বা তাহার পক্ষে উহার উপসত্ত্ব ভোগ করা জায়েজ হইতে পারে না।

ফৎহোল-কদিরে আছে,—

التراضي شرط لثبوت حكمه شرعا و هو الملك

"শরিয়ত অনুসারে (বিক্রেতা ও খরিদার) উভয়ে রাজি হওয়া ব্যতীত স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে না।"

আর নিলাম কালে দেনাদারের অনুমতি লওয়া হয় না, ইহাতে সে রাজি থাকে না, কাজেই এরূপ কেনা বেচা জায়েজ হইতে পারে না।

(২) তনকিহে-ফাতাওয়ায়-হামিদিয়াতে আছে,—

سئل في مديون امتنع من اداء الدين حتى حبس و الحال ان له عقارا و غيره يمكنه الوفاء من ثمنه اى انه متمرد و متعنت في بيع ذلك قبل بيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر الجواب نعم ☆

"প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, একজন দেনাদার দেনা আদায় করিতে অস্বীকার করে, এমন কি তাহাকে, বন্দী করা হইয়াছে, অথচ উক্ত ব্যক্তির জমি, ইত্যাদি আছে— যাহা বিক্রয় করিলে, উক্ত দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হয় এবং উক্ত দেনাদার উহা বিক্রয় করিতে একেবারে অস্বীকার করে, তবে কি কাজি এইরূপ অবস্থায় উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহা বিক্রয় করিতে পারেন?"

উত্তর ঃ হাঁ, এইরূপ অবস্থায় কাজি উহা বিক্রয় করিতে পারেন।"

মূল কথা, শরিয়তের কাজি দেনাদারকে উহা বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে বলিবেন, যদি সে তাহাই করে, তবে কাজি নিজে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আর যদি দেনাদার উহা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে, তবে কাজি উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের নিলামে দেনাদারকে নিজে বিক্রয় করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না ও তাহার অমতে এইরূপ নিলাম করা হয়, কাজেই উহা জায়েজ হইবে না।

৬ষ্ঠ মসলা

প্রশ্ন— দূর দেশে পয়গম্বর ও অলিগণের কবর জিয়ারতের জন্য ছফর করা জায়েজ কিনা? হাদিছ শরিফে নাকি মক্কা, মদিনা ও বয়তুল মোকাদ্দছ এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ছফর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

উত্তর — হাদিছের অর্থ এই যে, উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে খাওয়ার জন্য উটের গুকদুক্ বা শিবরি বাঁধা না হয়। এইরূপ বাঁধার কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু উহা বাঁধিলে, হারাম বা দোষ হওয়া উক্ত হাদিছে সপ্রমাণ হয় না।

মেশকাত শরিফ, ৬৮ পৃষ্ঠা,—

"হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক শনিবার পদব্রজে বা ছওয়ার অবস্থায় কোবার মসজিদে যাইতেন। এই হাদিছটি সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে আছে।" এই হাদিছ দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, অন্য কোন মসজিদের জন্য উটের উপর আরোহণ করিয়া যাওয়া দূষিত কার্য্য নহে।

এমাম এবনে হাজার আস্কালানি ফৎহোল বারিতে উক্ত হাদিছের টীকায় লিখিয়াছেন যে, উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত তিন মসজিদের জন্য ছফর করাতে বহু দরজা লাভ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য মসজিদের জন্য ছফর করাতে (কোন ফজিলত না থাকিলেও) উহা জায়েজ হইবে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে নামাজ পড়িতে যাওয়ার মানত করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন নেক্কার বা গোরবাসির জিয়ারতের জন্য এল্ম শিক্ষা বাণিজ্য বা ভ্রমণের জন্য নিকট বা দূরদেশে ছফর করা উক্ত হাদিছে নিষিদ্ধ হওয়া সপ্রমাণ হয় না। এমাম ছুবকি বলিয়াছেন, মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দছ এই তিন শহর ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের এইরূপ কোন ফজিলত নাই, যে জন্য তথায় ছফর করার আবশ্যক হইতে পারে। অন্যান্য শহরের স্থানের হিসাবে ছফর করার

যোগ্য কোন ফজিলত না থাকিলেও অবশ্য জিয়ারত, জেহাদ, এলম বা অন্য কোন মোস্তাহাব কিম্বা মোবাহ কার্য্যের জন্য তৎসমস্ত শহরে ছফর করা জায়েজ হইতে পারে।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের টীকা মেশকাতের উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

মক্কা মদিনা ও বয়তোল-মোকাদ্দছ এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য ছফর করা এই জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্যান্য সমস্ত মসজিদ (দরজায়) সমান, আর প্রত্যেক (ইসলাম রাজ্যের) শহরে কোন না কোন মসজিদ আছে, কাজেই অন্য কোন মসজিদের জন্য ছফর করা বৃথা। অবশ্য কবর সমূহ দরজায় সমান নহে বরং আল্লাহতায়ালার নিকট কবরগুলির যেরূপ দরজা, সেই পরিমাণে তৎসমস্তের জিয়ারতের বরকত হইয়া থাকে। আমি জানিতে আশা করি যে, এই নিষেধকারী ব্যক্তি কি হজরত ইব্রাহিম, মুছা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রভৃতি নবিগণের কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করে? ইহা নিষেধ করা একান্ত অসম্ভব। যখন নবিগণের কবর জিয়ারত করার জন্য ছফর করা জায়েজ স্থির করা হইল, আর ওলিগণ তাঁহাদের খলিফা স্বরূপ, কাজেই তাঁহাদের কবর জিয়ারতের জন্য ছফর করা ফজিলত হইবে, যেরূপ জীবিত আলেমগণের সাক্ষাতের জন্য ছফর করা ফজিলতের বিষয়।" এইরূপ এমাম গাজ্জালি এহ্ইয়াওল-উলুম কেতাবে লিখিয়াছেন।

আল্লামা এবনে আবেদীন শামী 'রদ্দোল-মোহতারে লিখিয়াছেন,— "ওহোদ পর্ব্বতের শহিদগণের জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব, কেননা এবনে আবি শায়বা রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে ওহোদ পর্ব্বতে শহিদগণের গোর জিয়ারত করিতে যাইতেন।

উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হয় যে, দূর দেশের হইলেও কবর জিয়ারত করিতে যাওয়া মোস্তাহাব। কোন শাফেয়ী এমাম হজরত নবি (ছাঃ) -এর কবর ব্যতীত অন্যান্য কবর জিয়ারত করিতে ছফর করা প্রথমোক্ত হাদিছের জন্য নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম গাজ্জালী উভয় বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করিয়া উক্ত মতটি রদ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, মক্কা, মদিনা ও বয়তল-মোকাদ্দছ এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মসজিদ দরজায় সমান, কাজেই অন্যান্য মসজিদের জন্য ছফর করার কোন একটা লাভ নাই। কিন্তু ওলিগণ আল্লাহতায়ালার নিকট দরজায় সমান নহেন এবং তাঁহাদের মারেফাত ও গুপ্ত তত্ত্বের পরিমাণে জিয়ারতকারিগণের লাভ-কম বেশী হইয়া থাকে। আল্লামা এবনে হাজার নিজ ফাতাওয়াতে লিখিয়াছেন, উক্ত জিয়ারত উপলক্ষে কোন দূষিত কার্য্য ও ফাছাদ সৃষ্টি হইলে, উক্ত জিয়ারত ত্যাগ করা যাইবে না। কেননা এইরূপ দুষিত কার্য্য ও ফসাদের জন্য নেকির কার্য্যগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না বরং মনুষ্যের পক্ষে উক্ত নেক কার্য্যগুলি করা এবং বেদয়াৎগুলির প্রতি এনকার করা সম্ভব হইলে, তৎসমস্ত দূর করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জানাজার সঙ্গে রোদনকারিণী স্ত্রীলোকেরা থাকিলেও উক্ত জানাজার সঙ্গে যাওয়া ত্যাগ করিবে না, ইহা উক্ত আল্লামা এবনে হাজারের মতের সমর্থন করে।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী 'জজবোল-কুলুব' কেতাবে লিখিয়াছেন, হজরত ওমার (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হজরত বেলাল (রাঃ) শাম দেশে হজরত নবি (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, হে বেলাল, তুমি কখনও আমার কবর জিয়ারত করিতে আসিয়া থাক না, এজন্য তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছ। হজরত বেলাল (রাঃ) তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উটের উপর আরোহণ করতঃ মদিনা শরিফের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন, তৎপরে তিনি মদিনা শরিফে পৌছিয়া কবর শরিফের নিকট উপস্থিত হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন।

আরও উক্ত কেতাবে আছে যে, হজরত কা'ব (রাঃ) হজরত ওমার (রাঃ)-র ইশারায় নিজ দেশ হইতে হজরত নবি (ছাঃ)-এর কবর শরিফ জিয়ারত করিতে আসিয়াছিলেন।

পাঠক বিদেশে পীর বোজর্গগণের কবর জিয়ারত করিতে যাওয়া যে জায়েজ আছে, ইহার আরও বিস্তারিত বিবরণ জানতে ইচ্ছা করিলে, শেফায়োছ ছেকাম, জওহরে মোনাজ্জাম ও ছ'ইয়েমশকুর পাঠ করুন।

৭ম মসলা

প্রশ্ন— হিন্দু, খ্রীষ্টান, য়ীহুদী ও অগ্নি উপাসকদিগের পর্বে যোগদান করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— মজমুয়া ফাতওয়ায় লক্ষ্ণৌবী, ২।৭৩।৭৪ পৃষ্ঠা,—

"ফছুল কেতাবে আছে, শেখ আবুবকর তরখাফি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পূজা-পর্বের স্থানে গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কেননা ইহাতে কোফর প্রকাশ করা হয়। এইরূপ মুসলমানেরা অগ্নি পূজকদিগের নওরোজ পর্ব্বে গমন করিলে এবং ইহারা উক্ত দিবসে যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তৎসমস্তের ইহাদের সহিত যোগদান করিলে কাফের হইয়া যাইবে। হিন্দুস্থানের কাফেরেরা যে রাত্রে অগ্নি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেই রাত্রে তথায় গমন করিলে এবং তাহারা উক্ত রাত্রে যে যে বিশিষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ে যোগদান করিলে কাফের হইতে হয়। হিন্দুস্থানের কাফেরেরা যে দিবস স্বরসতী পূজা করিয়া থাকে, উক্ত দিবসে তথায় গমন করিলে এবং সেই দিবসে ইহারা যে যে কার্য্য করিয়া থাকে তৎসমস্তে যোগদান করিলে কাফের হইবে।

জামে আছগারে আছে, একজন লোক নওরোজ পর্ব্বের দিবস এরূপ বস্তু-খরিদ করিল, যাহা ইতিপূর্বে খরিদ করে নাই, যদি ইহাতে উক্ত দিবসে সম্মানের ধারণা করিয়া থাকে, যেরূপ মোশরেকেরা করিয়া থাকে তবে কাফের হইবে। নওয়াদেরোল ফাতাওয়াতে আছে, যে ব্যক্তি হিন্দুদিগের রীতিনীতিগুলিকে ভাল জানে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

ফেকহে আকবরে আছে,— যে ব্যক্তি রূপে কিম্বা রীতিতে ইহুদী ও নাছারার সমভাবাপন্ন হয়, ইহা কৃত্রিমভাবে হইলেও সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কোন শিক্ষক কাহারও নিকট নও-রোজের (নূতন দিবস পার্বনী) যাচ্ঞা করে এবং উক্ত ব্যক্তি তাহাকে ঐ পার্বনী দান করে, তবে উভয়েই কাফের হইবে। এমাম আবু হাফছ কবির বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি ৫০ বৎসর আল্লাহতায়ালার এবাদত করে এবং নূতন দিবসে উহার সম্মানার্থে কোন মোশারেককে কিছু তোহফা (উপঢৌকন) প্রদান করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে ও তাহার ৫০ বৎসরের এবাদত বাতিল হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কাফেরদের মেলায় পর্ব দিবসে গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

পাঠক উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমান হিন্দুদের পূজার পাঁঠা বা চাঁদা দিলে, হিন্দুদের বিজয়া পর্ব দিবসে নৌকা বাইছ দিলে বা তাহাদের পূজা পর্ব উপলক্ষে জামাতা কন্যা আনয়ন করিলে কাফের হইবে।

দোর্‌রোল মোখতারে আছে, যদি কোন মুসলমান কাফেরী কার্য্য করে তবে তাহার স্ত্রীর নিকাহ্ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এমতাবস্থায় সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে জেনা (ব্যভিচার) করা হইবে, উক্ত অবস্থায় সন্তান হইলে হারামজাদা (জারজ) হইবে। তাহার পক্ষে তওবা করিয়া ইমান ঠিক করিয়া লওয়া ও নিকাহ দোহরাইয়া লওয়া ফরজ।

৮ম মসলা

প্রশ্ন—শবেবরাতে হালুয়া ইত্যাদি এবং দুই ঈদে সিমুই প্রস্তুত করা জায়েজ কি না?

উত্তর

মজমুয়া ফাতাওয়া লাক্ষ্মৌবি, ২।৮৫ পৃষ্ঠা,—

"এ সম্বন্ধে শরিয়তে কোন হুকুম দেখা যায় না, যদি এইরূপ কার্য্য দেশ প্রচলিত রীতি অনুসারে জরুরী বিবেচনা করিয়া করে, তবে মকরুহ হইবে, আর যদি বিবেচনা না করে, তবে কোন দোষ হইবে না।"

৯ম মসলা

প্রশ্ন— পাঁওরুটি ও বিস্কুটে তাড়ি দেওয়া হয়, উহা খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর— মজমুয়া ফাতাওয়ায় লক্ষ্ণৌবি, ১।৭৬ পৃষ্ঠা,—

যে সমস্ত শরাব ও তরল বস্তু নেশাকার হয়, তৎসমস্ত নাপাক, উহার এক বিন্দুও যদিও নেশাকার না হয়, তবে হারাম, ইহাই মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, কেননা (হজরত) নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, যে বস্তুর অধিক পরিমাণ নেশাকার হয়, উহার অল্প পরিমাণও হারাম।

আবু দাউদ, তেরমেজি, এবনে মাজা প্রভৃতি (এমামগণ) উক্ত হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন। আয়নি, কাঞ্জোদ্দাকায়েকে'র টীকায় লিখিয়াছেন, (এমাম) মোহাম্মদ ও তিন এমাম বলিয়াছেন যে কোন বস্তুর অধিক পরিমাণ নেশাকার হয়, উহা যে প্রকারের বস্তু হউক না কেন, উহার অল্প পরিমাণ হারাম হইবে। কেননা (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, মদ ও প্রত্যেক নেশাকার বস্তু হারাম, (এমাম) মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন। (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে যে জনাব নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে বস্তুর অধিক পরিমাণ নেশাকার হয়, উহার অল্প পরিমাণও হারাম। (এমাম) আহমদ, এবনে, মাজা ও দারকুৎনি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং দারকুৎনি ইহা ছহিহ বলিয়াছেন। (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে।

ফাতাওয়ায়-বাজ্জাজিয়াতে আছে, (এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, যে বস্তুর অধিক পরিমাণ নেশাকার হয়, উহার অল্প পরিমাণ ও হারাম। আমরা (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দিয়া থাকি তাহার মতে উহা হারাম ও নাপাক।

ছেরাজে-মোনিরে আছে, ২৫ প্রকার নাপাক বস্তু আছে, তন্মধ্যে আসল মদ ও সমস্ত প্রকার হারাম শরাব এক প্রকার। জামে ছগিরের টীকায়

আছে, আসল মদ ব্যতীত সমস্ত প্রকার শরাব এক রেওয়াএতে উহা গলিজ নাপাক, অন্য রেওয়াএতে উহা খফিফ নাপাক।

উপরোক্ত বিবরণে তাড়ি নাপাক ও হারাম সাব্যস্ত হইল, এক্ষেত্রে যে বিস্কুট ও পাঁওরুটিতে তাড়ি মিশ্রিত থাকে, উহা খাওয়া নাজায়েজ হইবে।

কাজিখান কেতাবে আছে যে, ময়দার খামিরে মদ মিশ্রিত করা হয়, উহা নাপাক হইবে।

আলমগিরিতে আছে, যে ময়দার খামিরে মদ মিশ্রিত করা হয়, উহা খাওয়া জায়েজ হইবে না।

উপরোক্ত দলিলে তাড়ি মিশ্রিত পাঁওরুটি ও বিস্কুট খাওয়া নাজায়েজ সাব্যস্ত হইল।

আরও মজমুয়া ফাতাওয়া, ২।৯১ পৃষ্ঠা,—

"তাড়ি বা যে কোন শরাবের অধিক পরিমাণ নেশাকার হয়, উহা পান করা এবং যে পাঁওরুটির খামির তাড়ি মিশ্রিত হয়, উহা বিশ্বাসযোগ্য মজহাব অনুযায়ী হারাম, এমাম মোহাম্মদের মতানুযায়ী নেশাকার বস্তুর অল্প ও অধিক হারাম, এই মতটি রেওয়াএত ও বিবেক অনুযায়ী বিশ্বাস যোগ্য।

খাজানাতোল মোফতিন কেতাবে আছে, মাজমায়োল-বাহরা এনের টীকায় আছে, (এমাম) মোহাম্মদের মতটি ছহিহ্। মাজমায়োল বারাকাতে আছে যে, (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে। মোলতাকাল আবাহোরে আছে, সমস্ত প্রকার নেশাকার বস্তু (এমাম) মোহাম্মদের মতে হারাম, ইহার উপর ফতওয়া দেওয়া যাইবে। জয়লয়ি 'তবইনোল-হাকায়েক' লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান জামানায় (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, এমন কি বিবিধ প্রকার শস্য, মধু, দুগ্ধ ও আঙ্গির দ্বারা যে নেশাকার বস্তু প্রস্তুত করা হয়, যে ব্যক্তি উহা পান করিবে, তাহার প্রতি হদ জারি করা হইবে। কাজি বদরুদ্দিন আয়নি

'কঞ্জুদ্দাকায়েকের টাকীয় লিখিয়াছেন, (এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, যে বস্তুর অধিক পরিমাণ নেশাকার হয়, উহার অল্প পরিমাণ হারাম। এই মতের উপর ফৎওয়া হইবে। ফাতাওয়ায় বাজ্জাজিয়াতে আছে, (এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, নেশাকার বস্তুর অল্পও অধিক পরিমাণ হারাম। বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, আমরা (এমাম) মোহাম্মদের মতটি গ্রহণ করিয়া থাকি। মোখতাছার-বেকায়ার টাকায় আছে, ফকিহ্ আবদুল্লাএছ বলিয়াছেন, আমরা এমাম মোহাম্মদের মত গ্রহণ করিয়া থাকি। খোলাছা কেতাবে আছে (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে। হেদায়ার হাশিয়া কেফায়াতে আছে, ফাতওয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, (এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা এমাম মহবুবি উল্লেখ করিয়াছেন। ফছিহুদ্দিন হেরাবি 'বেকায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, মাজমায়োল বাহরাএন, নেহায়া, খোলাছা ও ওয়াকেয়াতে হোছামিয়াতে যে, (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। জামেয়োর-রমুজ কেতাবে আছে যে, কেফায়া কেতাবে উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। শরহে ইলইয়াছে আছে যে, শেখ খোছরোওয়ানি উল্লেখ করিয়াছেন, (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে। তনবিরোল-আবছারে আছে এমাম মোহাম্মদ প্রত্যেক প্রকার নেশাকার বস্তু হারাম বলিয়াছেন, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। শামি কেতাবে আছে যে, মোলতাকা, মাওয়াহেব, কেফায়া, নেহায়া, মে'রাজ, শরহে মাজমা, শরহে দোরারোল-বেহার কাহাস্তানি ও আয়নিতে আছে যে, বর্ত্তমান জামানায় এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

উপরোক্ত বিবরণে তাড়ি হারাম হওয়া সাব্যস্ত হইল, কাজেই যে পাওরুটির খামিরে তাড়ি মিশ্রিত থাকে, উহা নাপাক ও হারাম হওয়া সপ্রমাণ হইল।

১০ মসলা

প্রশ্ন— কোন মোকিম ব্যক্তি মোছাফেরের পশ্চাতে এক্তেদা করিলে শেষ দুই রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা পড়িবে কি না?

উত্তর — শামি ১।৫৮৩ পৃষ্ঠা,—

"যে সময় মোকিম শেষ দুই রাকয়াত আদায় করিতে দাঁড়াইয়া যায়, সেই সময় কোরআন (ছুরা ফাতেহা) পড়িবে না, কেননা সে ব্যক্তি লাহেকের তুল্য, হেদায়া কেতাবে ইহাকে সমধিক সহিহ মত বলা হইয়াছে এই দুই রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ওয়াজেব হওয়া জইফ মত।

হেদায়ার ১।১৪৭ পৃষ্ঠায়, মোস্তাফায়ী প্রেসের আলমগিরির ১।৯১ পৃষ্ঠায় ও উক্ত প্রেসের কাজিখানের ১।৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মোকিম মোক্তাদিগণ মোছাফের এমামের পশ্চাতে এক্তেদা করিলে, তাহারা শেষ দুই রাকয়াত আদায় করা কালে ছুরা ফাতেহা পড়িবে না।

১১শ মসলা

প্রশ্ন— কাফনে পুরুষের তিন কাপড় ও স্ত্রীলোকের পাঁচ কাপড় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান জামানায় যে একখানা তহবন্দ পরাইয়া দিবার কথা হইয়াছে, ইহা পরাইয়া দেওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — উক্ত তহবন্দ পরাইয়া দেওয়া জায়েজ নহে, মজমুয়া-ফাতাওয়া লাক্ষ্ণৌবি, ১।২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২শ মসলা

অধিকাংশ ইংরাজী ঔষধ বা ইংরাজী বিস্কুটে শরাবের অংশ থাকে, বলিয়া কতক ডাক্তার বা কোন অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনা যায়, উহা ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

উত্তর— মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি, ২।৭৫ পৃষ্ঠা—

যদি উক্ত ঔষধ বা বিস্কুটে কোন প্রকার শরাব থাকার বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয়, তবে উহা ব্যবহার নাজায়েজ হইবে, আর যদি বিশ্বাস বা

প্রবল ধারণা না হয়, তবে সন্দেহের জন্য উহা ত্যাগ করা পরহেজগারী হইবে, কিন্তু ফৎওয়া অনুযায়ী উহা খাওয়া জায়েজ হইবে।

১৩শ মসলা

দাঁড়ি মুণ্ডন করা জায়েজ কি না?

উত্তরঃ হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

واحفوا الشوارب و اعفوا اللحى

"তোমরা গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি লম্বা কর।"

দোররোল-মোখতার, ১।৮৯ পৃষ্ঠা,—

واما الا خذ منها و هى دون ذلك كما يفعله بعض المغار بة و مخنثة الرجال فلم يبحها احد و اخذ كلها فعل اليهود و مجوس الاعاجم ☆

"দাঁড়ি ছাটিয়া এক কবজার (মুষ্টির) কম করা যেরূপ কতক মগরেববাসী ও হিজড়া ব্যক্তি করিয়া থাকে, ইহা কোন বিদ্বানের মতে মোবাহ (হালাল) নহে। আর সম্পূর্ণ দাঁড়ি মুণ্ডন করা য়িহুদী ও আজামী অগ্নি উপাসকগণের কার্য্য।"

তাহতাবি, ৩।৪৬০ পৃষ্ঠা,—

والتشبه بهم حرام

ইহুদী অগ্নি উপাসকদিগের ভাবাপন্ন হওয়া হারাম।

দোররোল মোখতার, ৪।৫৮পৃষ্ঠা,—

و لذا يحرم على الرجل قطع لحيته

"পুরুষের পক্ষে নিজের দাঁড়ি মুণ্ডন করিয়া ফেলা হারাম।"

বর্ত্তমান সময়ে একদল লোক মস্তকের সম্মুখের চুল বড় ও পশ্চাতের চুল ছোট করিয়া কাটে, ইহা খ্রীষ্টানদিগের খাস রীতি, ঐরূপ চুল কাটা নাজায়েজ।

১৪শ মসলা

মুসলমানগণের আকিদা মতে পৃথিবী ঘুরিয়া থাকে কিনা?

উত্তর ঃ— এমাম রাজি তফছিরে-কবিরে ১।২২৩।২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, জমি গতিশীল নহে বরং উহা স্থির। তৎপরে তিনি ইহার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা আলুছি যিনি বগ্‌দাদের মুফতি ছিলেন, তিনি নিজের সুবৃহৎ তফছিরে রুহোল-মায়ানির ৭।১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আছমান গতিশীল কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, অনেক মুসলমান উহার গতিশীল হওয়ায় মতাবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রমাণ সঙ্গত মতে উহা গতিশীল নহে। আর পৃথিবী যে স্থির (গতিশীল নহে), ইহাতে কোন মুসলমান (বিদ্বানের) মতভদে নাই। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতে পৃথিবী গতিশীল নহে, বরং স্থির। কেবল কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতে উহা গতিশীল, কিন্তু এই মতটি অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে।"

আরও তিনি উক্ত তফছিরের, ৫ম খণ্ডে ৩৪৯।৩৫০ পৃষ্ঠায় —

وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم

এই আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা পৃথিবীর উপর পর্ব্বতমালা স্থাপন করিলেন যে, যেন উক্ত পৃথিবী গতিশীল না হয়। উপরোক্ত আয়তে স্পষ্ট পৃথিবীর স্থির হওয়া বুঝা যায়।

তফছিরে মাওয়াহেবোর রহমানের মোকাদ্দামার ৭। ৯৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নেচারি দলের একটি মত এই যে, আছমান কিছুই নহে, দ্বিতীয় মত এই যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে, তাহাদের এই উভয় মত বাতীল।

পৃথিবী ভ্রাম্যমান হওয়া যে বাতীল তৎসম্বন্ধে একটী প্রমাণ এই যে, গোলাকার পৃথিবীরর পরিধি ২৫০০০ পঁচিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম

করে। পৃথিবী তদ্ব্যতীত অধিক পথ অতিক্রম করা অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক গোলাকার বস্তু উহার পরিধি পরিমাণ ব্যতীত অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৭০০০ নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি মাইল, কিন্তু যে পৃথিবী বৎসরে মাত্র একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পথ ব্যতীত অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারে না, উহা কিরূপে ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করিবে? ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, পৃথিবীর গতিশীল হওয়া অমূলক মত।"

মাওলানা ফজলে হক খওয়রাবাদী ও মাওলানা হেদাএতুল্লাহ্ ছাহেবদ্বয় পৃথিবীর ভ্রাম্যমান হওয়া একেবারে বাতীল সপ্রমাণ করিয়াছেন, ইহার বিস্তারিত বিবরণ শামছো-বাজেগা কেতাবের ২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিত আছে।

কোর-আন ও হাদিছে শত শত স্থানে চন্দ্র ও সূর্য উদয় হওয়ার কথা আছে, ইহাতে পৃথিবীর স্থির হওয়া সপ্রমাণ হয়।

আছমানের উত্তর দিকে যে কোত্তব (ধ্রুব) নক্ষত্র আছে, উহা সর্বদা এক স্থানে থাকে, যদি পৃথিবী ভ্রাম্যমান হইত, তবে আমরা কিছুতেই উক্ত নক্ষত্রটি সকল সময় একস্থানে দেখিতে পাইতাম না।

যাহারা মুসলমানগণের সর্ব্ববাদি সম্মত মত ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক দলের কাল্পনিক মতের অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর পরিভ্রমশীলতা স্বীকার করেন, তাঁহারা উক্ত দলের অনসুরণ করিয়া কেন আছমান কিছুই নহে বলিয়া দাবী করেন না?

১৫শ মসলা

প্রশ্ন—দ্বীনি, এল্ম শিক্ষা দিয়া, এমামত করিয়া, আজান দিয়া ও ফৎওয়া দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? ওয়াজ করিয়া টাকা-কড়ি গ্রহণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর— মেশকাত, ৩২৫ পৃষ্ঠা,—

عن عايشة قالت لما لتخاف ابوبكر قال لقد علم قومى انحرفتى الم تكن تعجز عن مؤنة اعلى و شغلت بامر المسلمين فسيا كل ال ابى بكر من هذا المال و يهترف المسليمن فيه رواه البخرى

(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় (হজরত) আবুবকর খলিফা পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, আমার স্বজাতিরা অবগত আছেন যে, আমার পেশা আমার পরিজনের খোরপোশের ভার বহন করিতে অক্ষম ছিল না, কিন্তু আমি মুসলমানগণের কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়াছি, কাজেই আবু বকরের পরিজন এই টাকা (বয়তল মাল তহবিল) হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে এবং আবু বকর মুসলমানগণের জন্য উক্ত টাকা লাভ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চেষ্টাবান হইবেন।"

এমাম বোখারি এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আরও মেশকাত ৩২৬ পৃষ্ঠা,—

عن عمر قال عملت عى عهد رسول الله صلعم فعملنى

رواه ابوداؤد ☆

"(হজরত) ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি (হজরত) রছুলে খোদা (সঃ) -এর জামানায় কর্মচারী হইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে উহার বেতন দিয়াছিলেন। আবু দাউদ এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।"

আরও মেশকাতের উক্ত পৃষ্ঠায় আছে,—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কর্মচারী হয়, সে ব্যক্তি (বয়তল মাল হইতে) স্ত্রীর দেনমোহর, খোরাক, পোষাক, গোলাম খরিদ ও বাসঘর প্রস্তুত করার টাকা লইতে পারে।

এই হাদিছটি আবু দাউদ উল্লেখ করিয়াছেন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় আছে, —

"রছুলে খোদা (ছাঃ) ছাহাবা আমর বেনেল আছের নিকট একজন লোক দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি যে অস্ত্র ও কাপড়সহ হজরতের নিকট উপস্থিত হন। ইহাতে তিনি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন, হে আমর আমি এ জন্য তোমার নিকট লোক পাঠাইয়াছি যে, আমি তোমাকে এক অঞ্চলে পাঠাইব, আল্লাহয়াতালা তোমাকে নিরাপদে লুণ্ঠীত অর্থ সহ ফিরাইয়া আনুন, আর আমি তোমাকে কিছু টাকা কড়ি প্রদান করিব। হজরত আমর বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ আমি অর্থের জন্য হেজরত করি নাই, আমার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্যই ছিল। ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, সৎলোকের জন্য হালাল টাকা কড়ি অতি উত্তম।"

উপরোক্ত হাদিছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের কাজি, আলেমগণের জন্য বয়তল মাল তহবিল হইতে নিজের ও তাহার পরিজনের খোরপোশের জন্য টাকা কড়ি গ্রহণ করা জায়েজ আছে।

দোর্রোল-মোখতার, ৩।৪৬ পৃষ্ঠা,—

يجوز للامام و المفتى و الواعظ قبول الهدية لانه انما يهدى الى العالم لعلمه ☆

"এমাম মুফতি ও উপদেশক ব্যক্তির পক্ষে তোহ্ফা (উপঢৌকন) কবুল করা জায়েজ, কেননা আলেমকে তাঁহার এল্মের জন্য তোহ্ফা দেওয়া হইয়া থাকে।"

আরও উক্ত কেতাব, ৪।৯ পৃষ্ঠা,—

و يفتى اليوم بصحتها لتعليم القران و الفقه و الامامة و الاذان☆

"কোরআন ও ফেক্‌হ্ শিক্ষা দিয়া, এমামত করিয়া ও আজান দিয়া বেতন গ্রহণ করা সহিহ্, ইহার উপর বর্ত্তমান জামানায় ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।"

তাহতাবি,৪।৩০ পৃষ্ঠা,—

কোরআন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে নাজায়েজ ছিল, কেননা সেই সময় বয়তলমাল হইতে শিক্ষকগণকে দান করা হইত, বর্ত্তমান জামানায় বয়তল মাল রহিত হইয়া গিয়াছে। কোরআন শরিফের হাফেজগণ নিজেদের জীবিকা অন্বেষণে রত হইয়াছেন, বিনা বেতনে শিক্ষা দেন, এরূপ লোক অতিকম। তাঁহারা জীবিকা সঞ্চয়ের জন্য শিক্ষা দেওয়ার অবকাশ পান না, এক্ষেত্রে যদি বেতন লইয়া কোরআন শিক্ষা দেওয়া জায়েজ বলা না হয়, তবে কোরআন শিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কাজেই শেষ জামানায় আলেমগণ উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিলেন, উহা উৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া ধারণা করিলেন এবং বলিলেন যে, জামানার পরিবর্ত্তন হেতু আহকাম পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহা মানাহ কেতাবে আছে।

নেহায়া এবং উহার টীকা কাহাস্তানিতে আছে যে, (প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে) আজান, একামত দিয়া, ওয়াজ করিয়া, এলম শিক্ষা দিয়া হজ্জ ও জেহাদ করিয়া, কোর-আন ও ফেকহ শিক্ষা দিয়া এবং কোর-আন ও ফেক্‌হ্ পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ ছিল না, কেননা সেই সময় লোকের উক্ত কার্য্যগুলিতে) অধিক আগ্রহ ছিল এবং বয়তল মাল হইতে দান পাওয়ার জন্য বেতন গ্রহণ করার আবশ্যক হইত না। বর্ত্তমান জামানায় আগ্রহ কম হওয়ার ও বয়তল-মাল হইতে দান রহিত হওয়ার কারণে উক্ত এবাদতগুলি করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

নেহায়া কেতাবে রওজায় জন্দুইস্তি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের শিক্ষক আবু মোহাম্মদ খাজা খেজি বলিতেন, আমাদের জামানায় এমাম, মোয়াজ্জেন ও শিক্ষকের পক্ষে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। ইহা তবইন কেতাবে আছে। গোরস্থানে নির্দিষ্ট সময়ে কোর-আন পড়ার জন্য বেতন স্থির করিলে, উহা মনোনীত মতে জায়েজ হইবে।

আলমগিরি, (মিসরি ছাপা), ৪।৪৬১ পৃষ্ঠা,—

বর্ত্তমান জামানায় কোরান, ফেকহ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। যদি এই কার্য্যের জন্য কিছু সময় নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে, তবে নির্দিষ্ট বেতন পাইবে। আর যদি কোন বেতন বা সময় নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে, তবে প্রচলিত বেতন পাইবে।

যদি কেহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কবরে কোর-আন পাঠের জন্য বেতন স্থির করিয়া থাকে, তবে উহা জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান বলেন, ইহা জায়েজ হইবে না, আর একদল বলেন, ইহা জায়েজ হইবে, ইহাই মনোনীত মত, এইরূপ ছেরাজ-আহ্বাজ কেতাবে আছে।

বাহারোর-রায়েক, ৮।২০ পৃষ্ঠা,—

"এমাম আজান দাতা, শিক্ষাদাতার পক্ষে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ, ইহা নেহায়া ও জখিরা কেতাবে আছে।

উক্ত কেতাব, ৫।২২৮ পৃষ্ঠা,—

"কবরে-কোর আন পড়ার বেতন লওয়া ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ।"

দোর্রোল মোখতার, ৪।১০৭ পৃষ্ঠা,—

"কবর স্থানে কোর-আন পড়ার অছিএত করা ও উহার বেতন গ্রহণ করা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ।"

শামি, ৫।৫২ পৃষ্ঠা,—

"হেদায়া কেতাবের কোর-আন শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইয়াছে। কাঞ্জ ও মাওয়াহেবোর রহমান কেতাবে এইরূপ আছে। মোখতাছার বেকায়া ও এছলাহ্ কেতাবে আছে, যে ফেক্‌হ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে। মাজমা, মোলতাকা ও দোরারোল বেহার কেতাবে আছে, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, আজান একামত দিয়া ও ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে।

তফছিরে-রুহোল বয়ান্ ২।৪ পৃষ্ঠা—

"এমাম মোহাম্মদ (রঃ) এক সময় দরিদ্রদাতা কবলে পতিত হইয়া একজন শরবত বিক্রেতায় নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে একটু শরবত দান কর, আমি তোমাকে ফেকহের দুইটি মছলা শিক্ষা দিব। শরবতী বলিল, আমার কোন মছলার আবশ্যক নাই। তৎপরে উক্ত শরবতি ঘটনাক্রমে কছম করিয়া বলিয়াছিল যে, যদি সে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ তাহার কন্যার তৈজস পত্র রূপে না দেয় তবে তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইবে।

তৎপরে উক্ত শরবত বিক্রেতা, আলেমগণের নিকট উপস্থিত হইল, ইহাতে তাঁহারা কছম ভঙ্গ করার ফৎওয়া দিলেন, যেহেতু তাহার পক্ষে উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তৎপরে সে ব্যক্তি এমাম মোহাম্মদের (রঃ) নিকট উপস্থিত হইল, তখন উক্ত এমাম বলিলেন, যে সময় আমি তোমার নিকট কিছু শরবত চাহিয়া ছিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমি তোমাকে এই মছলাটি এবং অন্য একটি মছলা শিক্ষা দিব। এক্ষণে আমি এই মছলার সম্মানের জন্য এক হাজার দিনার (মুদ্রা বিশেষ) গ্রহণ করা ব্যতীত তোমাকে এই মছলা শিক্ষা দিব না। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি তাহাকে এক সহস্র দিনার প্রদান করিল। তৎপরে এমাম মোহাম্মদ বলিলেন, যদি

তুমি তোমার কন্যাকে একখানা কোর-আন শরিফ প্রদান কর, তবে তুমি তোমার কছম পূর্ণকারী হইবে। এই ঘটনায় সেই জমানার আলেম এইরূপ ফৎওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তিনি কোর-আন শরিফের নিম্নোক্ত আয়ত ولا رطب ولا يابس الافى كتب مبين প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিলেন, তাঁহারা ইহা মান্য করিয়া লইলেন।

উপরোক্ত বিবরণ সমূহে সপ্রমাণ হইল যে, দ্বীনি এলম শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া, এমামত করিয়া, ওয়াজ করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ আছে। অবশ্য কোরআন তেলওয়াত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। আল্লামা এবনে আবেদীন শামী রদ্দোল মোহতারের ইজারা ও অছিয়তের অধ্যায়ে ইহা নাজায়েজ সাব্যস্ত করিয়াছেন। তফছিরে একলিলের ৫।১৯- ২২ পৃষ্ঠায় উক্ত মত খণ্ডন করিয়া উহা জায়েজ সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

১৬ণ মসলা

খোদার জাতি নূরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নূরের সৃষ্টি হওয়ার কথা ছহিহ হাদিছে আছে কিনা? ফরিদপুরের মৌলবী ছরওয়ারজান সাহেব হেদাইয়াতোল মোকাল্লেদীন' কেতাবের ১১৪-১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার জাতি নূরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি ইহার প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উক্ত কথা ছহিহ কিনা?

উত্তর ঃ- তিনি এতৎ সম্বন্ধে যে হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ছহিহ নহে, কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে এই হাদিছটি পাওয়া যায় না এবং উক্ত মৌলবি ছাহেব এস্থলে কোন বিশ্বাসযোগ্য কেতাবের নাম উল্লেখ করেন নাই। যদি কোন হাদিছ তাছাওয়াফ বা তাওয়ারিখের কেতাবে বা ওয়াজের কেতাবে পাওয়া যায়, তবে কোন হাদিছের কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে বা কোন মোহাদ্দেছ উহা সহিহ বলিয়াছেন, যতক্ষণ এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ উহা সহিহ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

হজরত বলিয়াছেন,—

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।"

আরও হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমা হইতে একটি হাদিছ উল্লেখ করে, অথচ সে উহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করে, এইরূপ ব্যক্তি মিথ্যাবাদিগণের অন্তর্গত হইবে।

আরও হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক শুনা কথা উল্লেখ করে, সেও মিথ্যাবাদী দলে গণ্য হইবে।

উপরোক্ত হাদিছগুলিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, ছনদ না জানিয়া কোন কথা হাদিছ বলিয়া দাবি করা মহা-গোনাহ্।

মোল্লা আলি কারি মওজুয়াতে-কবির কেতাবের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

انا من الله و المؤمنون مني قال العسقلاني انه كذب مختلق

فيه و قال الزركشي لايعرف و قال ابو تيمية موضوع ☆

হাদিছ,—

"আমি আল্লাহ্ হইতে আর ইমানদারগণ আমা হইতে।" আস্কালানি বলিয়াছেন, ইহা মিথ্যা জাল কথা। জরকাশি বলিয়াছেন, ইহার ছনদ জানা যায় না। আবু তায়মিয়া বলিয়াছেন, ইহা জাল কথা।"

এমাম ছাখাবি 'মাকাছেদে-হাছানা'র ৪৭।৪৮ পৃষ্ঠায় উহা জাল হাদিছ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলবী ছারওয়ার জান সাহেব মকতুবাতে এমাম রাব্বানি ও মাদারেজোন্নবুয়ত হইতে উক্ত কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যদি ইহা হাদিছ হয়, তবে তিনি ইহার ছনদ পেশ করুন।"

বড় পীর হজরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) গুনাইয়াতত্তালেবিন কেতাবে লিখিয়াছেন, "হজরত নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হইবে, তন্মধ্যে আমার উম্মতের মধ্যে প্রধান বিভ্রাটকারী উহারা হইবে, যাহারা আপন আপন রায়ে কার্য্যসমূহে কেয়াছ করিবে এবং হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করিবে।"

মিজানোল-এ'তেদালের ৩।২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, এই হাদিছের কোন মূল (ছনদ) নাই।

উক্ত বড়পীর ছাহেব 'ছের্রোল-আছরার' কেতাবের ২।৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—হজরত বলিয়াছেন, আমি আমার প্রতিপালককে দাড়ি-হীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি।"

মিজানোল-এ'তেদালের ৩।২৪১ পৃষ্ঠায় ও কেতাবোল-আছমা-অছ্ছেফাতের ৩১৪।৩১৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছটি জালকথা বলিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

মকতুবাতে এমাম রাব্বানি ও এহইয়াওল-উলুমে আছে,—

"খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, আছমান ও জমিনে আমার স্থান সঙ্কুলান হয় না, ইমানদার বান্দার অন্তরে আমার স্থান সঙ্কুলান হয়।"

তফছিরে-রুহোল-মায়ানির ৫।২৬৪ পৃষ্ঠায় ও মওজুয়াতে-কবিরের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এরাকি, এবনে-তায়মিয়া ও জরকশি উক্ত কথাটি অমূলক ও জাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেক তাছাওয়াফের কেতাবে নিম্নোক্ত কথাটি হাদিছ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

من عرف نفسه فقد عرف ربه

"যে ব্যক্তি নিজের নফছকে চিনিল, সে ব্যক্তি নিজের প্রতিপালককে চিনিল।"

মওজুয়াতে কবিরের ৭২ পৃষ্ঠায় আছে,—

এবনে-তায়মিয়া উহা জাল বলিয়াছেন। ছাময়ানি ও নাবাবি বলেন, ইহা হজরতের হাদিছ নহে।

মূল কথা, একটি কথা কোন তছাওয়ফ, তারিখ, ফেকহ, তফছির ইত্যাদি কেতাবে হাদিছ বলিয়া লিখিত থাকিলে, যতক্ষণ উহার ছহিহ ছনদ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ উহা হাদিছ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

তৎপরে উক্ত মৌলবি ছাহেব 'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া' হইতে নিম্নোক্ত হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন,—

"হজরত জাবের বেনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন। আপনি আমাকে সংবাদ দিন, আল্লাহতায়ালা কোন বস্তু সমস্ত বস্তুর পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? হজরত বলিলেন, হে জাবের, আল্লাহতায়ালা সমস্ত বস্তুর পূর্ব্বে আপন নূর দ্বারা তোমার নবির নূর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

মৌলবি ছাহেব উহাতে বুঝিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা জাতি নূর হইতে এক অংশ লইয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নূর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত হাদিছের এইরূপ অর্থ হইতে পারে না।

আল্লামা, জরকানি 'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া' কেতাবের টীকায় প্রথম খণ্ডে (৪৬ পৃষ্ঠায়) উক্ত হাদিছের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,—

من نوره اضافة تشريف و اشعار بانه خلق عجيب و ان له
شانه له مناسبة ما الى الحضرة الربوبية على حبد قوله تعالى و نفخ
فيه من روحه و هي بيا نيه اى من نور هو ذاته لا بمعنى مادة خلق
نور منها بل بمعنى تعلق الا وادة به بلا واسطة شي وجوده ☆

এস্থলে সম্মান প্রকাশের জন্য আল্লাহতায়ালার দিকে নূরের সম্বন্ধ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্যজনক বিষয় হওয়া এবং তাঁহার বিশিষ্ট

পদমর্যাদা হওয়া ও খোদাতায়ালার সহিত তাঁহার এক প্রকার মোনাছাবাত (সম্বন্ধে) থাকা বুঝা যায়, যেরূপ আল্লাহতায়ালা (হজরত আদম বা ইছার সম্বন্ধে) বলিয়াছেন, তিনি তাহাতে নিজের রুহ ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাদিছের অর্থ এই যে, কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতীত খোদাতায়ালার ইরাদায় তাঁহার নূর সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার এরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, খোদার নূরের অংশ হইতে তাঁহার নূর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পাঠক, এস্থলে দুইটি কথা আছে, প্রথম এই যে, যদি কেহ ধারণা করে যে হজরতের নূর খোদার নূরের অংশ, তবে খোদার অংশ থাকা সাব্যস্ত হয়, ইহা কাফেরি মত। দ্বিতীয় যে, নূরের অর্থ আলোক, জ্যোতিঃ খোদাতায়ালাকে এইরূপ নূর বলা দ্বিতীয় কাফেরী।

আছারে-মরফুয়া,২৭২ পৃষ্ঠা,—

সাধারণ লোকে মিলাদ শরিফে বর্ণনা করে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নূর খোদাতায়ালার জ্যোতির অংশ, ইহা বাতীল মত, কেননা ইহাতে হজরতের খোদার অংশী হওয়া সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তিনি অংশ বিহীন এক। মছনদে আবদুর রাজ্জাক হাদিছ গ্রন্থে হজরতের নূর সৃষ্টি সম্বন্ধে যে হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে, উহার মর্ম এই যে, খোদাতায়ালা অতি সম্মানের সহিত প্রথমেই হজরতের নূর সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই হেতু তাহাকে নূরোল্লাহ (খোদার নূর) বলা হইয়াছে। যেরূপ তিনি হজরত আদম (আঃ) ও (হজরত ইছা আঃ)কে বিনা পিতায় সৃষ্টি করিয়া রুহোল্লাহ (খোদার রুহ) বলিয়াছেন এবং পৃথিবীর প্রারম্ভে সসম্মানে কা'বা গৃহ সৃষ্টি করিয়া উহাকে বয়তুল্লাহ (খোদার ঘর) বলিয়াছেন,—

কাছায়েদে আমালিয়ার টীকা,—

"খোদার কোন অংশ নাই, সাধারণ লোক মিলাদ পাঠ কালে বলিয়া থাকে যে, হজরতের নূর খোদার নূরের অংশ, এইরূপ বিশ্বাস ও কথায় মানুষ কাফের হইয়া যায়।"

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি 'মজমুয়া ফাতাওয়ার' দ্বিতীয় খণ্ডে (২৬০।২৬১) পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—

'আল্লাহতায়ালার জাত কদিম (অনাদি), আমাদের নবি (ছাঃ) এর জাত হাদেছ (নব সৃষ্ট), কাজেই নব সৃষ্ট বস্তু অনাদি বিষয়ের অংশ হইতে পারে না, কেননা কদিম অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশ হইতে পারে না, ইহা আকায়েদের কেতাবগুলির মর্ম। জরকানি বলিয়াছেন, কোন মধ্যস্থ ব্যতীত খোদার ইচ্ছায় (এরাদায়) হজরতের নূর সৃষ্টি হইয়াছে, এই জন্য তাঁহাকে 'নূরোল্লাহ' বলা হইয়াছে। উহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, খোদার নূরের অংশ হইতে হজরতের নূরের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহাই মুসলমানগণের আকিদা, যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত ধারণ করে, সে ব্যক্তি মুসমানগণের নিকট কাফের ও জিন্দিক।

মাওলানা আব্দুল বারি, 'ফাতাওয়ায় কেয়ামোল-মিল্লাতে অদ্দীন' এর ৩০।৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"লেখক বলেন, উক্ত হাদিছে যে নূর শব্দ আছে, উহার অর্থ জ্যোতি বা আলোকের ছায়া হইতে পারে না, কেননা ইহা সৃষ্ট পদার্থ, আর খোদাতায়ালার এইরূপ পদার্থ হওয়া অসম্ভব।

এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আছ্মা ওছ্ছেফাতে'র ৬১।৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

কোরআন শরিফে আছে,—

الله نور السموٰة و الارض

"আল্লাহ আছমান সমূহ ও জমির নূর।" এস্থলে নূরের অর্থ পথ প্রদর্শক (হেদায়েত করনেওয়ালা), খোদাতায়ালা যাহা বান্দাগণকে অবগত করাইয়া দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তাহারা জানিতে পারে না, খোদা যাহা বুঝা যায় তাহাদের প্রতি সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা তাহা ব্যতীত বুঝিতে পারে না। (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) উক্ত আয়তের অর্থে বলিয়াছেন, আল্লাহ্ আছমান সমূহ ও জমির পথ প্রদর্শক (পরিচালক)।

আরও কোর-আন শরিফে আছে—. مثل نوره

"খোদার নূরের দৃষ্টান্ত।" এস্থলে নূরের অর্থ খোদার হেদাএত।

এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালাকে আলোক ধারণা করা জায়েজ নহে, কেননা আলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধকার, অন্ধকার আসিলে আলোক দূরীভূত হইয়া যায়, আর খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া অসম্ভব।

তফছির-কবির, ৬।৩১০।৩১১ পৃষ্ঠা,—

"চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি হইতে যে আলোক ভূতলে ও প্রাচীর ইত্যাদির উপর পতিত হয়, উহাকে নূর বলে। খোদাতায়ালার এইরূপ নূর হওয়া অসম্ভব। খোদা বলিয়াছেন, তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই।" যদি তিনি উক্ত প্রকার নূর হয়েন, তবে তিনি পার্থিব বস্তুর তুল্য হইবেন, ইহা বাতীল মত। দ্বিতীয় খোদা আলোক ও অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন, কাজেই তিনি আলোক (নূর) হইতে পারেন না।

উক্ত তফছির, ১।৬৭ পৃষ্ঠা,—

"আল্লাহতায়ালাকে নূর (জ্যোতিঃ) বলা কয়েক কারণে বাতীল প্রথম এই যে, নূর হয় জেছম (আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ) হইবে, না হয় উহার গুণ বিশেষ হইবে, আর আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ সৃষ্ট বিষয় এবং উহা গুণাবলী সৃষ্ট বিষয়, আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট পদার্থ হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়,— জ্যোতির প্রতিদ্বন্দ্বী (ضد) অন্ধকার, আর আল্লাহতায়ালার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। তৃতীয়—জ্যোতিঃ বিনষ্ট ও অদৃশ্য হইয়া যায়, আর খোদাতায়ালা এইরূপ ভাব হইতে পবিত্র। আর কোর-আন শরিফে যে তাঁহাকে নূর বলা হইয়াছে, উক্ত আয়তটি মোতাশাবেহ (অব্যক্ত মর্মবাচক)। চতুর্থ—উহার অর্থ আলোক সৃষ্টিকারী, আলোক প্রদানকারী, পরিচালক বা পথপ্রদর্শক হইতে পারে।

এমাম নবাবি, ছহিহ্ মোছলেমের টিকার ৯৯ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন,—

"হাদিছে যে তাঁহাকে নূর বলা হইয়াছে উহার অর্থ আলোক সৃষ্টিকারী। কাজি এয়াজ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার নূর (জ্যোতিঃ) হওয়া অসম্ভব, কেননা নূর একটি জেছম (আকৃতিধারী পদার্থ), আর খোদাতায়ালা এইরূপ অবস্থা হইতে পবিত্র, ইহা মুসলমান সমস্ত এমামের মত। কোর-আন শরিফে যে তাঁহাকে নূর বলা হইয়াছে, উহার অর্থ আলোক সৃষ্টিকারী পথপ্রদর্শক ও আলোক-প্রদানকারী।

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ৬।৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা,—

নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোক, এই অর্থে খোদাতায়ালার উপর নূর শব্দ প্রয়োগ করা জায়েজ নহে, কেননা তিনি সৃষ্ট পদার্থ এবং উহার গুণ সম্পন্ন হইতে পারেন না। কোর-আন শরিফে যে তাঁহার উপর নূর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহার অর্থ টীকাকারগণের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা, পথ-প্রদর্শক, পরিচালক ও আলোক প্রদানকারী।"

এইরূপ তফছিরে এবনে-জরিরের ১৮।৯৪ পৃষ্ঠায়, নায়ছাপুরির ১৮।৯১।৯২ পৃষ্ঠায় ও বয়জবির ৪।৮০ পৃষ্ঠায় উক্ত নূর শব্দের প্রকার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

কোরআন শরিফে আছে,—

و اشرقت الارض بنور ربها

"এবং জমি উহার প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হইবে।"

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৭।২৭৪ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন,—

(ভ্রান্ত) মোজাচ্ছেমা দল বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা খাঁটি নূর (জ্যোতিঃ)। যে সময় তিনি বান্দাগণের মধ্যে বিচার করিতে উক্ত জমিতে উপস্থিত হইবেন, জমি আল্লাহতায়ালার নূরে আলোকিত হইবে।

এই বাতীল মতের খণ্ডন কয়েক প্রকার হইতে পারে, প্রথম এই যে, আমি ছুরা নূরের তফছিরে বর্ণনা করিয়াছি যে, যে জ্যোতিঃ দৃশ্য বিষয়, এইরূপ জ্যোতিঃ অর্থে খোদাতায়ালার নূর হওয়া অসম্ভব, কাজেই এই আয়তে নূরের অর্থে সুবিচারক হইবে অর্থ্যাৎ খোদা সুবিচারে জমি আলোকিত হইবে।

দ্বিতীয় আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে, খোদা হাশরে একটি আলোক সৃষ্টি করিবেন, উক্ত আলোকে জমি আলোকিত হইবে।

তফছিরে বয়জবি,৫।৩২।৩৩ পৃষ্ঠা,—

আয়েতের অর্থ এই যে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে সুবিচার দ্বারা জমিকে সজ্জিত করিবেন।

আর ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি আলোকময় পদার্থ ব্যতীত কেয়ামতে একটি জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিবেন— তদ্বারা হাশরের ময়দান আলোকিত হইয়া যাইবে।"

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৭।৪২৪।৪২৫ পৃষ্ঠা,—

"এবনে-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা চন্দ্র, সূর্য্য ব্যতীত অন্য একটি জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিবেন। হাছান ও ছোদি বলিয়াছেন যে, তিনি সুবিচার করিবেন। যদি কেহ ধারণা করে যে, যেরূপ সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ জমিতে পতিত হয়, সেইরূপ খোদাতায়ালা হইতে একটী জ্যোতিঃ জমিতে প্রকাশিত হইবে, তবে ইহা বাতীল ধারণা, বরং অসম্ভব, খোদাতায়ালা এইরূপ ভাব হইতে পবিত্র।"

কোর-আন শরিফে আছে,— فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا

"যে সময় তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে তাজাল্লি করিয়াছিলেন, তিনি উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

তফছিরে বয়জবি, ৩।২৭ পৃষ্ঠা,—

যে সময় খোদার মহিমা (আজমত) উক্ত পাহাড়ে প্রকাশিত হইল এবং তাঁহার পরাক্রম ও হুকুম উহাতে প্রকাশিত হইল।"

তফছিরে নায়ছাপুরীর ৯।৪০ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রকার মর্ম্ম লিখিত আছে।

তফছিরে জোমাল, ২।১৮৮ পৃষ্ঠা,—

"যে সময় আরশের নূর প্রকাশ হইল।"

তফছিরে-খাজনে আছে,—আল্লাহতায়ালা সপ্তম আছমানের ফেরেশতাগণকে তাহার আরশ উঠাইতে হুকুম করিলেন। তৎপর যে সময় তাঁহার আরশের নূর প্রকাশিত হইল, পাহাড় খোদাতায়ালার মহিমায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। জোহাক বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা পরদা সমূহের নূর, গরুর নাসিকার ছিদ্রের পরিমাণ প্রকাশ করিয়াছেন। ছাহল বেনে ছা'দ বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা ৭০ সহস্র নূরের পরদা হইতে এক দেরেম পরিমাণ নূর প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন, তাজাল্লি শব্দের অর্থ প্রকাশ হওয়া, অর্থাৎ খোদার কোন সৃষ্ট (আরশ বা পরদা) নূর প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু খোদার জাতের আকৃতিধারী বিষয়ের তুল্য প্রকাশ হওয়া অসম্ভব।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, খোদাকে জ্যোতিঃ বলা একটি কাফেরি মত। তৎপরে হজরতকে উক্ত জ্যো।।র অংশ বলা দ্বিতীয় কাফেরী মত।

পাঠক! এস্থলে তনবিরোল-আবছার নামক কেতাবের সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়া কেতাবখানি শেষ করিব। উক্ত কেতাবে দেওবন্দের ১১জন মাওলানার, ছাহারাণপুরের ৬জন মাওলানার, মোজাফ্ফর নগরের থানা ভোনের ২জন মাওলানার, দিল্লীর ১০ জন মাওলানার, বোলোন্দ শহরের ৫ জন মাওলানার, মোরাদাবাদের ৬জন মাওলানার, ছাম্ভালের ৩জন মাওলানার, বাঁসবেরেলীর ১০ জন মাওলানার, ভুপালের ৭জন মাওলানার, কলিকাতা ও বাঙ্গলার ৯২ জন মাওলানার ফৎওয়া ও দস্তখত আছে।

ফৎওয়া ঃ

১। হজরতের নূর খোদার নূর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, এই মর্মের কোন ছহিহ্ হাদিস নাই, বরং ইহা জাল কথা।

২। যে নূরের অর্থ জ্যোতিঃ, খোদাতায়ালাকে এইরূপ নূর বলা জায়েজ নহে।

৩। খোদার নূরের অংশ হইতে হজরতের নূরের সৃষ্টি হওয়া কাফেরী আকিদা।

৪। হজরত জাবেরের হাদিছের অর্থ এই যে, খোদা অন্য মধ্যস্থ ব্যতীত নিজ ইরাদায় তাঁহার নূর সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত হাদিছের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করা যে হজরতের নূর খোদার নূরের অংশ, একেবারে বাতীল ব্যাখ্যা।

দেওবন্দের আলেমগণের স্বাক্ষর ঃ

১। মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান ছাহেব, ২। মাওলানা মাহমুদ হাছান ছাহেব, ৩। গোল মোহাম্মদ খাঁ ছাহেব, ৪। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান ছাহেব, ৫। মাওলানা গোলাম রছুল ছাহেব, ৬। মাওলানা মোহাম্মদ ছহুল ছাহেব, ৭। মাওলানা শেব্বির আহমদ ছাহেব, ৮। মাওলানা আছগার হোছাএন ছাহেব, ৯। মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ার শাহ ছাহেব, ১০। মাওলানা নুরোল হাছান ছাহেব, ১১। মাওলানা মোরতজা হাছান ছাহেব।

ছাহারাণপুরের আলেমগণঃ

১২। মাওলানা খলিল আহম্মদ ছাহেব, ১৩। মাওলানা আবদুল অহিদ ছাহেব, ১৪। মাওলানা মুফ্তি এনায়েত এলাহী ছাহেব, ১৫। মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব, ১৬। মাওলানা সিরাজ আহমদ ছাহেব।

মোজাফ্ফর নগর থানাভোন ঃ

১৭। মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব, ১৮। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব।

দিল্লীর আলেমগণের স্বাক্ষর ঃ

১৯। মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব, ২০। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব, ২১। মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ ছাহেব, ২২। মাওলানা জিয়াউল হক ছাহেব, ২৩। মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেব, ২৪। মাওলানা আবু মোহাম্মদ আবদুল হক ছাহেব, ২৫। মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব, ২৬। মাওলানা মজহারুল হক সাহেব, ২৭। মাওলানা মোহাম্মদ মিএা সাহেব, ২৮। মাওলানা মোহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব।

জেলা বোলন্দশহরের আলেমগণের দস্তখত ঃ

২৯। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব, ৩০। মাওলানা এমাদুদ্দিন সাহেব, ৩১। মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ ওমার ছাহেব, ৩২। নেহাল আহমদ সাহেব, ৩৩। মাওলানা আবদুছ ছালাম ছাহেব।

জেলা মোরাদাবাদ আমরুহার আলেমগণের দস্তখত ঃ

৩৪। মাওলানা সৈয়দ আহমদ হোসেন সাহেব, ৩৫। মাওলানা মোহাম্মদ আমিন সাহেব, ৩৬। মাওলানা সৈয়দ রেজা হোসেন সাহেব।

মোরাদাবাদের আলেমগণের দস্তখতঃ

৩৭। মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব, ৩৮। মাওলানা মাহমূদ হোছেন ছাহেব, ৩৯। মাওলানা মোহাম্মদ কুদরতুল্লাহ ছাহেব।

ছাম্ভালের আলেমগণের দস্তখত ঃ

৪০। মাওলানা আবদুল হাদি সাহেব, ৪১। মাওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেব।

রেয়াছতে রামপুরের আলেমগণের দস্তখত ঃ

৪৩। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ লোতফুল্লাহ সাহেব, ৪৪। মাওলানা

ফজলোল হক সাহেব, ৪৫। মোহাম্মদ মোনাওয়ার আলী ছাহেব, ৪৬। মাওলানা আহমদ আমিন সাহেব, ৪৭। মাওলানা মোয়েজজোল্লাহ খান সাহেব, ৪৮। মাওলানা নজিরদ্দিন সাহেব, ৪৯। মাওলানা ওজির মোহাম্মদ সাহেব, ৫০। মাওলানা আহমদ নূর সাহেব, ৫১। মাওলানা মোহাম্মদ আলি হোছায়েন সাহেব, ৫২। মাওলানা আবুল খয়ের সাহেব, ৫৩। মাওলানা মোহাম্মদ হানিফ সাহেব, ৫৪। মাওলানা মোহাম্মদ আলি সাহেব, ৫৫। মাওলানা মোহাম্মদ গণি সাহেব, ৫৬। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেব, ৫৭। মাওলানা আবদুল ওহাব সাহেব, ৫৮। মাওলানা মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ সাহেব, ৫৯। মাওলানা করিম বখশ সাহেব, ৬০। মাওলানা ফজলে করিম সাহেব, ৬১। মাওলানা আবদুল ওহাব সাহেব।

বাঁশ বেরিলির আলেমগণের দস্তখত ঃ

৬২। মাওলানা আহমদ হাছান সাহেব, ৬৩। মাওলানা কাজী মোহাম্মদ খলিল সাহেব, ৬৪। মাওলানা সৈয়দ হাছান সাহেব, ৬৫। মাওলানা নুরোল হাছান সাহেব, ৬৬। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন সাহেব, ৬৭। মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলি সাহেব, ৬৮। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব, ৬৯। মাওলানা মাহমুদ সাহেব, ৭০। মাওলানা এজ্জত খাঁ সাহেব। ৭১। মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব।

রেয়াছতে ভূপালের আলেমগণের দস্তখতঃ

৭২। মাওলানা মোহইওদ্দিন আহমদ সাহেব, ৭৩। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান সাহেব, ৭৪। মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব, ৭৫। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব, ৭৬। মাওলানা মোহাম্মদ গণি সাহেব, ৭৭। মাওলানা মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ সাহেব, ৭৮। মাওলানা রশিদদ্দিন আহমদ সাহেব।

কলিকাতা ও বাঙ্গালার আলেমগণের দস্তখতঃ

৭৯। মাওলানা আব্দর রউফ দানাপুরী সাহেব। ৮০। মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিকী সাহেব, ৮১। মাওলানা ছাজ্জাদ হোছাএন সাহেব, ৮২। সৈয়দ মোহাম্মদ

হোছায়েন সাহেব, ৮৩। মাওলানা বদরদ্দিন সাহেব, ৮৪। মাওলানা মোজহারদ্দিন সাহেব, ৮৫। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব, ৮৬। মাওলানা হোছায়েন আলী সাহেব, ৮৭। মাওলানা কামালদ্দিন সাহেব, ৮৮। মাওলানা আমির বখ্শ সাহেব, ৮৯। মাওলানা হাছান জামান সাহেব, ৯০। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব, ৯১। মাওলানা হাফেজ আহমদ মুছা সাহেব, ৯২। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, ৯৩। মাওলানা আবদুছ ছামাদ সাহেব, ৯৪। মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক সাহেব, ৯৫। মাওলানা মোহাম্মদ রশিদ সাহেব, ৯৬। মাওলানা আবদুল হাদী সাহেব, ৯৭। মাওলানা ছায়াদত হোছেন সাহেব, ৯৮। মাওলানা আবদুল ওহাব সাহেব, ৯৯। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান সাহেব, ১০০। মাওলানা মোহাম্মদ মোজাহর হাছান সাহেব, ১০১। মাওলানা মোহাম্মদ ইছমাইল সাহেব, ১০২। মাওলানা মোহাম্মদ লোৎফোর রহমান সাহেব, ১০৩। মাওলানা বেলায়েত হোছায়েন সাহেব, ১০৪। মাওলানা আবদুল আজিম সাহেব, ১০৫। মাওলানা আছাদুল্লাহ শরিফ সাহেব, ১০৬। মাওলানা মোহাম্মদ এমাম শরিফ সাহেব, ১০৭। মাওলানা আবদুর রহিম সাহেব, ১০৮। মাওলানা মছিজ্জমান সাহেব, ১০৯। মাওলানা এলাহি বখ্শ সাহেব, ১১০। মাওলানা গোলাম হোসায়েন সাহেব, ১১১। মাওলানা মোহাম্মদ ইউনোছ সাহেব, ১১২। মাওলানা আহমদ আলী সাহেব, ১১৩। মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব, ১১৪। মাওলানা বাহাউদ্দিন সাহেব, ১১৫। মাওলানা তাজাম্মোল হোসেন সাহেব, ১১৬। মাওলানা দলীলোর রহমান সাহেব, ১১৭। মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, ১১৮। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, ১১৯। মাওলানা গোলাম ছারওয়ার সাহেব, ১২০। মাওলানা ফজলে হক সাহেব, ১২১। মাওলানা মোহাম্মদ দিয়ানতুল্লাহ সাহেব, ১২২। মাওলানা মোহাম্মদ আমানুল্লাহ সাহেব, ১২৩। মাওলানা নফিলুদ্দিন সাহেব, ১২৪। মাওলানা মোহাম্মদ ইউছফ সাহেব, ১২৫। মাওলানা তাবারক হোছায়েন সাহেব, ১২৬। মাওলানা অলি উ[illegible] সাহেব, ১২৭। মাওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেব, ১২৮।

মাওলানা মোহাম্মদ এফজদ্দিন সাহেব, ১২৯। মাওলানা মোহাম্মদ তা'রিফ সাহেব, ১৩০। মাওলানা হামেদোল হক সাহেব, ১৩১। মাওলানা মোহাম্মদ ওছনান আলী সাহেব, ১৩২। মাওলানা সৈয়দ কানায়াত হোছায়েন সাহেব, ১৩৩। মাওলানা কয়ছরদ্দিন সাহেব, ১৩৪। মাওলানা জহিরদ্দিন সাহেব, ১৩৫। মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব, ১৩৬। মাওলানা জিনতুল্লাহ সাহেব ১৩৭। মাওলানা মোজহারদ্দিন সাহেব, ১৩৮। মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব, ১৩৯। মাওলানা আবদুল বারী সাহেব, ১৪০। মাওলানা আবদুছ ছামাদ সাহেব, ১৪১। মাওলানা আবদুল গাফ্ফার সাহেব, ১৪২। মাওলানা মোহাম্মদ মছউদছ ছোবহান সাহেব, ১৪৩। মাওলানা মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন সাহেব, ১৪৪। মাওলানা আবেদ আলী সাহেব, ১৪৫। মাওলানা গণিমাতুল্লাহ সাহেব, ১৪৬। মাওলানা মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ সাহেব, ১৪৭। মাওলানা শেখ আবদুল মালেক সাহেব, ১৪৮। মাওলানা সৈয়দ আবদুল মাওলা সাহেব, ১৪৯। মাওলানা মোহাম্মদ উদ্দিন সাহেব, ১৫০। মাওলানা জহুর আহমদ সাহেব, ১৫১। মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব, ১৫২। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোগনি সাহেব, ১৫৩। মাওলানা রহমান শরিফ সাহেব।

সমাপ্ত